৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৩০ বৈশাখ – ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ১৪ মে – ২০ মে, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 29, 14 May - 20 May, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিচ্ছে সরকার। পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস বাড়তে বাড়তে সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়েছে। গ্যাস ছাড়াল হাজার টাকা। হেলদোল নেই কোন রাজনৈতিক দলের। শুধু দু-একটি বিবৃতি দিয়েই এরা ক্ষান্ত। সরকার কামাচ্ছে আরও বেশি ট্যাক্স।

রবিবার : কলি যুগের বোধহয় এমনই পরিণতি! মানুষ ক্রমশ হারাবে মনুষ্যত্ব। তারই ইঙ্গিত মিলল এই রাজ্যে। ভিক্ষা পেশায় কাজে লাগাবে বলে কাশীপুরের এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধকে কুড়ি হাজার টাকায় কিনে নিল দেগঙ্গার এক যুবক। বিক্রেতা যুবক আরও টাকা চাওয়ায় ও হুমকি দেওয়ায় সামনে এল এই ঘটনা।

সোমবার : জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ এর রিপোর্ট বলছে ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহিলাই শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার। ১৮ থেকে ৪৯ বছরের মহিলাদের ৩০ শতাংশই ১৫ বছরের পর থেকে শারীরিক হিংসার শিকার হন। তবে শতকরা হিসাবে সামান্য কমেছে গার্হস্থ হিংসা।

মঙ্গলবার : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটি

পর্যালোচনা করবে বলে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে কেন্দ্র। হলফনামায় বলা হয়েছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের কথা মনে রেখে আইনের কিছু অংশ পরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা করবে কেন্দ্র। বিরোধীরা অবশ্য আইনটি বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

বুধবার : গরম কমে গেলেও স্কুলে একটানা ৪৫ দিনের গরমের ছুটি

দেওয়ার যুক্তি কি? রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইল হাইকোর্ট। একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চ হলফনামার আকারে জানতে চেয়েছে সরকারের বক্তব্য। পরবর্তী শুনানী ২০ জুন।

বৃহস্পতিবার : ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে এক বৈঠকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড

ফেরালে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অতি প্রয়োজন ছাড়া ভিন রাজ্যে গিয়ে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে চিকিৎসায় রাশ টানার নির্দেশ দেন তিনি।

শুক্রবার : মেট্রো প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রিতাই কি কাল হল

বৌবাজারবাসীদের? কাজ বন্ধ রাখা সুড়ঙ্গে জল ঢুকে নিচের ধুয়ে আসা মাটি বাড়িগুলির ভিত আলগা করেই বিপত্তি ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ফের ফিরে আসা আতঙ্ক কবে মিটবে তা এখনও পরিষ্কার নয়।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বেহাল নদীবাঁধ, আতঙ্কে মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যার সাক্ষী থেকেছে সুন্দরবনের মানুষ। এখনো সুন্দরবনের মানুষের দুঃস্বপ্ন হয়ে রয়েছে আম্ফান, বুলবুলের মতো ঝড়। সুন্দরবনের মানুষ দেখেছে ইয়াসের সেই দানবীয় রূপ। নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল বিস্তীর্ণ এলাকা। যা সুন্দরবনের মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। এক নিমেষে ভেসে নিয়ে গেছিল সবকিছু। ঘরছাড়া হয়েছিল বহু মানুষ। ঠাঁই হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে। তারপরেই সরকারের পক্ষ

থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সঙ্গে নদীবাঁধ গুলি অস্থায়ীভাবে মেরামতি করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরে কেটে গেছে প্রায় এক বছর। বারংবারের ঝড়প্লাবনে এক আতঙ্ক যেন গ্রাস করে রয়েছে তাঁদের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ও নামখানার ব্লকের একাধিক নদী বাঁধগুলির বেহাল দশা। সাগর ব্লকের ধবলাট, কচুবেড়িয়া, কশাতলা, মহিষামারী, সুমতি নগর, মুড়িগঙ্গা, চক ফুল ডুবি, ঘোড়ামারা ও নামখানা ব্লকের নান্দা ভাঙা, দুর্গানগর, ঈশ্বরীপুর, নারায়ণগঞ্জ, দ্বারিক নগর, দেবনগর, ফ্রেজারগঞ্জ, পাতিবুনিয়া, পয়লাঘেরী, বালিয়ারা, বাগডাঙা এলাকার নদীবাঁধ গুলির বেহাল দশা। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে নদীপাড়ের মানুষগুলি। আবারো সেই ইয়াসের ভয়াবহ স্মৃতি ঘুরে আসবে না তো? এই আতঙ্ক যেন গ্রাস করেছে তাদের। ইয়াসের স্মৃতিকে কাজে লাগিয়ে সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

‘নিজের করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান, আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।’

ওঙ্কার মিত্র

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার/চরণধুলার তলে।/সকল অহংকার হে আমার/ডুবাও চোখের জলে। নিজেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিবেদিত প্রাণ হিসাবে তুলে ধরতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতার এই লাইন চারটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার লড়াকু নেত্রী প্রায়শই জনসভায় আবৃত্তি করেন। এই চারটি লাইনের ঠিক পরের চারটি লাইন হল এই প্রতিবেদনের হেডিং যা বাংলা আকাদেমির সাম্প্রতিক পুরস্কার প্রদানকে ঘিরে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতিভার কাছে তাঁদের পাওয়া পুরস্কার বা উপাধি চিরকাল গৌণই থেকে গিয়েছে। তাঁদের সামনে তাদের স্তুতি করা বা তাদেরকে গৌরবান্বিত করার প্রচেষ্টাকে তাঁরা তোষামোদ হিসাবেই দেখতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজদরবারে নতুন উপাধি পাওয়ার পর শুভেচ্ছা জানাতে আসা এক বৃদ্ধকে বলেছিলেন এই উপাধিতে কি হল? ‘তাতে ছাই হল’। কবি, গীতিকার, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর গুণগান গাইতে আসা তোষামুদে নাট্যকারকে তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলেছিলেন, ‘আপনি যে এত নির্লজ্জ, এমন অপদার্থ তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! উঃ কী জঘন্য তোষামোদ। কই দেখি আপনাকে একটা প্রণাম করি!’ অনন্য প্রতিভাময় আর এক বাঙালি দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তো বড়লাটের দেওয়া উপহার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা দিয়ে আখেরে কোনও উপকার হবে না জেনে। বলেছিলেন, ‘আমার সার্টিফিকেট দরকার নেই।’ প্রতিভাধর বাঙালিদের এমন বহু উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। আসলে প্রতিভাটাই আসল। আমরা আমাদের মনীষীদের কে কোন পুরস্কার পেয়েছেন তা দিয়ে মনে রেখেছি নাকি? তাঁদের আমরা মনে রেখেছি তাঁদের অনন্য প্রতিভার জন্য। পুরস্কার পাওয়া নিয়ে এতবড় ভূমিকার অবতারণা করতে হল মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া বাংলা আকাদেমির পুরস্কার নিয়ে রাজ্য জুড়ে সমালোচনা চলছে সেই প্রসঙ্গে কিছু পুরনো প্রতিক্রিয়া বোঝাতে।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ৮ মে বাংলা আকাদেমির মঞ্চে চালু হওয়া প্রথম পুরস্কারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে সমালোচনার ঝড়। নিন্দাভাষ্য বর্ষিত হচ্ছে আষাঢ়ের নাছোড়বান্দা বর্ষার মতো। পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিতে প্রচারে নেমে পড়েছেন সরকারপক্ষ ও শাসকদলের নেতানেত্রীরা। একজন পুরস্কার প্রাপিকা তো নিজেদের পুরস্কার ফেরত দিতে উদ্যত হয়েছেন। প্রখ্যাত এক প্রতিবাদী লেখিকা তো একে নির্লজ্জ তোষামোদ বলে সমালোচনা করেছেন। আকাদেমির বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যরা পদত্যাগ করছেন এমনকি এই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনেও তারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন ফেসবুক পোস্ট। আগুনের গতিতে সেই পোস্টে এখন যুক্ত হওয়ার ঢল নেমেছে। যেভাবে এই নিন্দার ঝড় বইছে তাতে রাজনৈতিক গণ্ডী ছাড়িয়ে সম্ভবত বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি বাঁচানোর ইস্যু হতে চলেছে এটি। কেউ কেউ একে স্বৈরতন্ত্রের চরম প্রকাশ বলে দেগে দিচ্ছেন। আসলে কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতির, পদস্খলিত হচ্ছে বাংলার সর্বোচ্চ প্রশাসনিক মুখ্যমন্ত্রী পদটি। যারা এই ‘তোষামুদে’ আয়োজনটি করলেন তাদের মধ্যে কি এই আত্মবিশ্বাসটুকুও নেই যে, কোনও পুরস্কারে নয়, বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানুষের মনে বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্মে, তাঁর লড়াইতে। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস মমতা ব্যানার্জীকে বাংলা আকাদেমির অস্বচ্ছ পুরস্কার দিয়ে নয় মনে রাখবে সাধারণ মানুষের জন্য তিনি কি করে গেলেন তা দিয়ে। ক্ষমতা প্রাপ্তির আলোয় ঝলসে যাওয়া দিশাহারা এইসব আয়োজকরা ভুলে গিয়েছেন নোবেল পুরস্কার চুরি যাওয়ার পরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবির আসন থেকে একচুলও সরেন নি। বাংলা আকাদেমির মঞ্চ আলো করা আয়োজকরা নাকি বাংলার সংস্কৃতি জগতের দিকপাল বলে পরিচিত। তাদের এই আচরণ আসলে নিম্নগামী বঙ্গ সংস্কৃতির দিকেই দিক নির্দেশ করে।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রসঙ্গ : বাংলা আকাদেমির পুরস্কার প্রদান

ভাগাড়ে পরিণত ইছামতী

কল্যাণ রায়চৌধুরী

যে কোনও সভ্যতা ও নগরায়ণই মূলত নদীমাতৃক। নদীকে কেন্দ্র করেই জীবন গড়ে ওঠা। ভারতবর্ষ সহ পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি যেমন গঙ্গানদীর বাঁধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তেমনই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সভ্যতা

ও সংস্কৃতি স্থানীয় যে সমস্ত নদীগুলির নাম উঠে আসে প্রথম সারিতে, সেগুলি হল, ইছামতী, যমুনা, পদ্মা, চালুন্দিয়া ও বিদ্যাধরী নদী। ইছামতী নদী প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নদী গবেষক সুকুমার মিত্র বলেন, ‘ইছামতী নদী আসলে বাংলাদেশের পদ্মা থেকে সৃষ্ট মাথাভাঙা নদী এক ও অভিন্ন। নদিয়ার মাঝদিয়ার পাবাখালির কাছে মাথাভাঙা নদী হল ইছামতীর উৎস। আর মোহনা উত্তর চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদ ও বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটার কাছে কালিন্দী নদী। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত ইছামতী দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ কিমি। এই ইছামতীকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লাবণ্যময়ী ইছামতী বলে উল্লেখ করেছিলেন। ভারত-বাংলাদেশ জুড়ে বিস্তীর্ণ আন্তর্জাতিক নদীপথ তার উৎসমুখে জলধারা হারিয়েছে অনেক আগেই। গোটা নদীপথে পাটা দিয়ে পুকুর বানিয়ে মাছ চাষ, নদীর বুকেই ঘর-বাড়ি, ইঁটভাটা সবই হয়েছে। এমনকি গ্রাম-গঞ্জ ও মফস্বল শহরের নর্দমার নোংরা জল ও আবর্জনা ফেলায় ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতিক এই নদী। নদিয়া জেলার মাঝদিয়ার কাছে মাথা ভাঙা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে একটি ইছামতী ও অন্যটি চূর্ণী নদী নামে প্রবাহিত।

এরপর পাঁচের পাতায়

নলকূপের দাবিতে বিক্ষোভ

অমিত মন্ডল : নলকূপের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো মহিলারা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর এলাকায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে রাধানগর এলাকায় একটি নলকূপ খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। যার জন্য বহুদূরে জল আনতে যেতে হয়। বিক্ষোভকারীদের আরো অভিযোগ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের বারবার আবেদন জানিয়েও এখন অব্দি কোন সুরাহা হয়নি। প্রতিশ্রুতি মিলেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই

হয়নি।এই বছর তীব্র গরমের জন্য পুকুরের জল শুকিয়ে গেছে। ফলত গ্রামের বেশিরভাগ পুকুরগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। যার জন্য আজকের এই বিক্ষোভ। যদি ভবিষ্যতে সুরাহা না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলবে জানান বিক্ষোভকারীরা। যদিও এ বিষয়ে শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পূর্ণিমা ঘোড়াই জানান, গত প্রায় ১৫ দিন আগে ওই জায়গার নলকূপটি সারানো হয়েছিল। কিন্তু সারানোর পরেও পরেও নলকূপ টিকে ঠিক করা যায়নি। তাই আমরা ঠিক করেছি ওই জায়গায় একটা নতুন নলকূপ বসানো হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ড্যামেজ কন্ট্রোলে ট্রেলার শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কিছুদিন আগে পুলিশ কর্তাদের আদেশ দিয়েছিলেন, কেউ দুর্নীতি করলে, অন্যায় করলে রঙ না দেখে ব্যবস্থা নিন। মুখ্যমন্ত্রীর সুরে একই ভঙ্গিমায় গত ৩০ এপ্রিল ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী বলেছিলেন, কেউ অন্যায় করলে ছাড় পাবেন না, সে যত বড় নেতাই হোক। তাঁদের সেই কথার কি প্রভাব পড়তে চলেছে? অন্ততঃ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে। মাস খানেক আগে বহু বিতর্কিত ফলতা বিধানসভা এলাকার দেবীপুর পঞ্চায়েতের শাসক দলের প্রধান সনাতন প্রামাণিকের বিরুদ্ধে এক ইঞ্জিনিয়ার তোলা চাওয়ার অভিযোগ করেছিলেন।

ওই প্রধান ওই ইঞ্জিনিয়ারকে

শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। কিন্তু সে অর্থে কোনো সাজা পায়নি। বরং ওই ইঞ্জিনিয়ার পরিবারসহ ঘর ছাড়া হয়ে যান। ওই প্রধান আবার জুলুমবাজী শুরু করে। এক মাছ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে, টাকা সময়ে ফেরৎ না দিয়ে তাঁকে মারধর করে। ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন হালদার পুলিশকে বিষয়টি জানালে পুলিশ তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেয়। দেবীপুর হাট থেকে পুলিশ ওই প্রধানকে গ্রেফতার করে। এমন কি ওই প্রধানের পদও চলে যায়। ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির দাপুটে সভাপতি জাহাঙ্গীর খান এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, কেউ অন্যায় করলে ছাড় পাবে না, দল মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জীর আদর্শে চলে। তবে এই ঘটনায় ফলতার মানুষ রীতিমতো হতবাক। গত মঙ্গলবার বজবজ পুরসভার দাপুটে তৃণমূল কাউন্সিলার (১৯ নং ওয়ার্ড) লুৎফার হোসেনের পাঁচতলা বাড়ি হাইকোর্টের নির্দেশে বজবজ পুরসভা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। বজবজবাসীও অবাক, হল কী, যার দাপটে ভোটের আগে মানুষ জড়সড় হয়ে থাকত, তার বাড়ি এভাবে ভাঙা হচ্ছে। অবাক ব্যাপার।

এরপর পাঁচের পাতায়

পর্যটন-শিল্প-কর্ম সংস্থানের উদ্ভাবনী মেলবন্ধন

বাওয়ালী ফার্ম হাউস ও আরশিনগর শিল্পগ্রাম

কুনাল মালিক

প্রকৃতির বুকে সপ্তাহান্তে নিরিবিলিতে সুস্থ সংস্কৃতির বন্ধনে জড়িয়ে বাঙালিয়ানা খাবারের আমেজে ছুটি কাটানোর ‘কনসেপ্টে’র পথিকৃৎ অরূপ চ্যাটার্জী। দক্ষিণ শহরতলির বজবজ স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে বাওয়ালী বড় পোলের আগে রাস্তার বাঁদিকে অবস্থিত বাওয়ালী ফার্ম হাউস এখন পর্যটকদের কাছে পরিচিত নাম। কিন্তু এই বাওয়ালী ফার্ম হাউস ২০০২-২০০৩ সালে অঙ্কুর নার্শারি নামে শুরু করেন সল্ট লেকের বাসিন্দা অরূপ চ্যাটার্জি। পরবর্তী সময়ে এখানে গড়ে ওঠে এই ফার্ম হাউস ও আরশিনগর শিল্প গ্রাম। সম্প্রতি অরূপবাবুর সঙ্গে তাঁর ফার্ম হাউসে বসে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন এখন অনেক মানুষ আমার ‘কনসেপ্ট’কে ফলো করে এই ধরনের বাগান বাড়ি করছেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে আমি প্রথম এই ধরনের পরিকল্পনা করি। শুধু ব্যবসা নয় সমাজসেবা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও আমার দায়িত্ব। তাই আমরা দুঃস্থ মানুষদের ভ্যান, ছাত্রছাত্রীদের বই, টিউশন তাদের পোশাক, খাদ্য সবই বিনামূল্যে পরিষেবা দিয়েছি। বাওয়ালী ফার্ম হাউসে মোট ২৭টি এসি ও নন এসি ঘর আছে। এছাড়াও ৭টি ট্রি হাউস ও টেন্টে থাকারও সুলভ ব্যবস্থা আছে। বাঙালিয়ানা খাবার তৈরি করেন গ্রামের মহিলারা। পিতলের থালা গ্লাস বাটিতে খাবার পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও চাইনিজ তন্দুর ও নর্থ ইন্ডিয়ান সেফও আছে। এখানকার সুইমিং পুলটিও আকর্ষণীয়। গাছ গাছালিতে ঘেরা অক্সিজেনে ভরপুর

বাওয়ালী ফার্ম হাউসে একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিরাজ করছে এলাকার চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানুষের এখানে কর্ম সংস্থানও হয়েছে। অরূপবাবু জানালেন, আগামী দিনে সাতগাছিয়া গ্রামে তাঁর নতুন স্বপ্নের প্রকল্প রূপায়ন হতে চলেছে- আরশিনগর শিল্প গ্রাম। প্লাস্টিক ও দূষণ মুক্ত পরিবেশে এই প্রকল্পে থাকবে গোটারি ও ডেয়ারি ফার্ম। বছরের পর বছর যেসব জমিতে ধান চাষ হচ্ছে না সেখানে বিকল্প অর্থকরী বিভিন্ন রঙের ক্যাপসিকাম চাষ হবে। ঘি মাখনও তৈরি হবে। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় যেমন লালন ফকির এক গ্রাম পত্তন করে মানুষের জীবন জীবিকার সন্ধান দিয়েছিলেন তেমনই ভাবে গড়ে উঠবে আরশিনগর শিল্প গ্রাম। এখানে প্রায় ১ হাজার জন গ্রামীণ মানুষের কর্ম সংস্থানও হবে। সেই সঙ্গে পর্যটকদের জন্য থাকবে হোম স্টে-র ব্যবস্থা। অরূপ বাবু আরও জানালেন, বাওয়ালীর ফার্ম হাউসে নববর্ষ, দোল, যেমন বিশেষভাবে পালিত হয় তেমনই আগামী বর্ষায় এখানে কদম উৎসবের আয়োজন করা হবে। আগামী দিনের বেশ কয়েকজন বেকার যুবক যুবতীদের ট্যুরিস্ট গাইডের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বাওয়ালী ফার্ম হাউসকে কেন্দ্র করে বজবজ-১ এবং ২ ব্লকের পর্যটন কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাওয়ালী প্রাচীন মন্দির, বাবা বড় কাছারী ধাম, প্রকৃতির পাঠশালা, বুড়ুল, নলদাঁড়ি ঘাট, পূজালীর চিনা টংঅঙ্গু-র সমাধি মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলি ধন্য বজবজ পুরানো স্টেশন, ইংরেজ শিখ যুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান কোমাগাটামারু ইত্যাদি। বাওয়ালী ফার্ম হাউসে অনলাইন বুকিং ছাড়া স্পট বুকিংয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। অনলাইনে বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন- bawalifarmhouse@gmail.com।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 29, 14 May - 20 May, 2022

কারেকশন মানে খরিদারি, ডিপিকে গুছিয়ে নেওয়া

পার্থসারথি গুহ

কছুদিন আগেও কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছিল। ১৮ হাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছিল,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। ফের একবার ১৮ হাজার হয়ে হবে না আগে এটাই ছিল লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১৮,১৯ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১৮ হাজারের কাছাকাছি চলে আসা নিফটি হয়তো বড় মাপের সংশোধনীর হাত ধরে ১৩–১৪ হাজার হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ১০–১২ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক

অর্থনীতি

কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ১৬ হাজারের কাছে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব মিড ক্যাপ কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

নমোর কাজে বাজার যে খুশি তার সংবর্ধনা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। এখন শুধু দেশ নয়, বিদেশের পরিসংখ্যানেও চোখ রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যাপী যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের। যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই–উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে।

এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের।

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ১৫–১৬,৪০০ হবে খুব আকারের সাপোর্ট। তার আগে হয়তো বারবার সাড়ে ১৬ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১৭ হাজার। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে হাজার ২–৩ পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১৫,৪০০–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিকালে এক করোনা এবং দুয়ে রুশ–ইউক্রেন যুদ্ধ দুবার বাধা পেয়েছে বাজার। করোনার মতো অতীব সমস্যা কাটিয়ে ফুরফুরে মেজাজে অনেকটাই উচ্চতা দেখিয়েছে সূচক। প্রথমে রুশ–ইউক্রেন দ্বন্দ্বে পড়লেও পরে দিব্য ঘুরে দেখানোর খেলায় মেতেছিল শেয়ার বাজার। সে জায়গাতেই ফের ইন্দ্রপতন শুরু হয়েছে। যে হারে পড়তে শুরু করেছে বাজার এবং বিদেশিরা এত প্রবল বিক্রি করছে তাতে কিন্তু শঙ্কা জাগছেই। এ কী কারেকশন? না বড় কোনও সর্বনাশ? তাবলে হাত গুটিয়ে না বসে ভালো শেয়ার এই কম দামে অবশ্যই কিনে ডিপি সাজিয়ে নিতে হবে। দেখতে হবে যেমন কিছু সাজোর মতো যেমন কিছু কেনো না হয়ে যায়।

অর্থাৎ কেনার ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং করতে হবে। আর এমন শেয়ার কিনতে হবে যার ধারাবাহিকতা আছে। ভবিষ্যতের ট্রাম্প কার্ড হতে পারে।

উত্তরের আঙিনায়

চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ মে রাতে শিলিগুড়ির ভালোবাসা মোড় এলাকার একটি বাড়ি থেকে চুরি যায় একটি স্কুটি। তারপরেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় স্কুটির মালিক। পুলিশ তদন্তে নেমে শনিবার শিলিগুড়ি জটিয়াকালি এলাকা থেকে স্কুটি সমেত এক যুবককে

গ্রেফতার করে। এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এই অভিযান চালায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত যুবকের নাম রাজেশ সিংহ। ধৃতের বাড়ি মাটিগাড়া হিমুল এলাকায়। স্কুটিটি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে জটিয়া এলাকায় নিয়ে যাচ্ছিল সে বলে জানা যায়। সেই সময় এনজেপি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় ওই যুবক। রবিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

মশলার দামে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে বাড়ছে মশলার দাম তেলের পড়ে মশলার দাম বেড়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ির প্রায় সব দোকানেই মশলার দাম বেড়েছে তিনথেকে পাঁচ টাকা। এমনকি শিলিগুড়ির লোকাল মশলার দামও বেড়ে গেছে। অনেক দোকানে লোকাল মশলা বিক্রি করে সেই দোকানগুলিতেও মশলার দাম

বেড়ে গেছে। কেন বাড়ল মশলার দাম, যেসব কোম্পানি মশলার দাম বাড়িয়েছে তারা জানিয়েছেন মশলা তৈরির খরচ অনেক বেড়ে যাওয়ায় তারা বাধ্য হচ্ছেন মশলার দাম বাড়াতে। তেল গ্যাস এবং মশলা সব জিনিসের দামই বেড়েছে। আর বেড়েছে মানুষের চিন্তা। শিলিগুড়ির মার্কেটে যেসব দোকানগুলিতে মশলা পাওয়া যায় প্রায় সব দোকানগুলিতেই মশলার দাম বেড়েছে। মাছ, মাংস,শাক–সবজি এবং তেলের সাথে মশলার যোগ অপরিহার্য, সেখানে মশলার দাম বেড়ে যাওয়ায় চিন্তা বাড়ল সাধারণ মানুষের।

গরমের গন্তব্য দার্জিলিঙ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিং এ থাকা খাওয়ার থেকে যাতায়াত ভাড়া প্রায় দ্বিগুণ,বাজেট ফেল অনেকেরই দার্জিলিং ভ্রমণ করেন নি এরকম বাঙালির সংখ্যা হাতে গোনা। বাঙালিদের সেরা ভ্রমণ স্থল দার্জিলিং। গরমের পারদ যত বাড়ছে দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। দার্জিলিং মানেই টাইগার হিল, ম্যাল, তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা, চিড়িয়াখানা অনেক কিছু। গোটা দার্জিলিং জুড়ে পর্যটকদের আনাগোনা চলছে।

দার্জিলিং এর প্রধান ব্যবসা চা এবং ট্যুরিজম। করোনার কারণে দার্জিলিংয়ের পর্যটন ব্যবসা লাটে উঠেছিল। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। পর্যটকদের আনাগোনা মানে দার্জিলিংয়ের পর্যটন ব্যবসা জমজমাট, অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি আবার হাসি ফুটেছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে।

দার্জিলিং শহরটি যথেষ্ট প্রাণবন্ত শহর, সূর্যোদয়ের পর থেকেই চলে চরম ব্যস্ততা। পর্যটকদের আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ব্যস্ততা আরো বেড়ে গিয়েছে বর্তমানে। ২০২০ সালে শৈলশহর দার্জিলিং এর জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ্য, যার মধ্যে শহরে বাস করত ৭ লক্ষ্য, পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে ১১ লক্ষ্য।

দার্জিলিংয়ের অফবিট এলাকাগুলিতে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। দুই বছর করোনার কারণে গৃহবন্দী ছিল মানুষ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কারণে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটেছে দার্জিলিঙে। বিভিন্ন দোকানগুলিতে, রেস্তোরাঁগুলি তে প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে পর্যটকদের ভিড়। এক কথায় দার্জিলিং জমজমাট।

তবে এবার দার্জিলিং ভ্রমণের ক্ষেত্রে পর্যটকদের দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হচ্ছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি কারণে আই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এমনটাই অনেকে মনে করছেন। তাই দার্জিলিং ভ্রমণে এইবার অনেকেরই বাজেট ফেল হয়ে যাচ্ছে। থাকা খাওয়ার ভাড়া থেকে গাড়ি ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাস্থ্যরক্ষায় ট্রাফিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির জলপাইগুড়ি মোড়ে পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা ট্রাফিক পুলিশের হাতে তুলে দিলেন জল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। যেটা গরমের হাত থেকে রক্ষা করবে এই ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের। তিনি এদিন সকালে ট্রাফিক পুলিশের হাতে প্রথমে তুলে দেন জল এবং পরে প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র। প্রখর গরমে গত কয়েকদিন ধরেই প্রচণ্ড নাজেহাল হচ্ছিলেন পুলিশ কর্মীরা। প্রচন্ড গরমে অসুস্থ পুলিশ কর্মীদের এদিন নির্দেশ দেওয়া হয় রোদে না দাড়িয়ে কোনও ছায়ার নীচে দাড়াতে। প্রচুর পরিমানে জল খেতে এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। শিলিগুড়ির প্রত্যেকটি ট্রাফিক পয়েন্টের পুলিশের হাতে এই প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবার প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে।

এছাড়া শিলিগুড়ির প্রত্যেকটি ট্রাফিক পয়েন্টের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল বিভিন্ন রকমের ফলের জুস এবং গ্লুকোন–ডি। শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়, সেবক মোড় এবং সফদর হাসমি চকের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় জল এবং ফলের জুস।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় ধূপগুড়িতে মৃত্যু হল পূর্ণিমা মন্ডল (৫৮) নামে এক মাঝবয়সী মহিলার। সকালে কাজে বেড়িয়েছিলেন। লাইন পার করবার সময় ডাউন রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় লাইন থেকে ছিটকে পড়ে যান ওই মহিলা, ওই ষ্টেশনে থাকা হকারেরা সাথে সাথে ধূপগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়।

সকাল এগারোটার সময় এই ঘটনা ঘটায় গোটা ধূপগুড়ি ষ্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। অসুবিধায় পড়ে যান অফিস যাত্রীরা। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ প্রায়ই ঘটছে এই দুর্ঘটনা, অথচ সরকার এবং রেল এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। ঠিকমত সিগন্যাল এবং রেলের ক্রসিং যদি কাজ করে তবে কোনসময়ই দুর্ঘটনা ঘটবে না বলে দাবি সাধারণ মানুষের। ধূপগুড়ি রেলের ষ্টেশন মাষ্টার নিজের পক্ষ থেকে ওই মহিলার আত্মীয়দের হাতে দুলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে জানিয়েছেন।

মহিলা অন্তর্ধান তদন্তে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি থেকে মহিলাদের নিখোঁজ হবার তদন্তে এবার আসছে কলকাতা থেকে এক তদন্তকারী দল। তারা শিলিগুড়ি পুলিশের সাথে মিলেমিশে কাজ করবে বলে জানা গেছে। দিনের পর দিন নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে আঠেরো থেকে পচিশ বছরের কিশোরীরা। শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকা ডাবগ্রাম, চয়নপাড়া এবং তিনবাতি এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে কিশোরীরা। কিভাবে কোথা থেকে কারা এসে এই কাজ করে যাচ্ছে সেটা বুঝেই উঠতে পারছে না শিলিগুড়ি পুলিশ। তাই কলকাতা থেকে তিন সদস্যের একটি বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থা আসছে এই ঘটনার তদন্ত করতে। জানা

গেছে এক সপ্তাহে শিলিগুড়িতে থেকে তদন্ত চালাবে তারা। শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেশ কিছু জায়গায় কিছু নির্দিষ্ট মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তারা বলে জানা গেছে। দিনের পর দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাকে নিয়ে চিন্তিত সমাজের রাজনৈতিক এবং সাধারণ মানুষও। প্রশাসনের কাজেও হতাশ তারা। তাই চাপ বেড়েছে প্রশাসনেরও। কোনভাবেই নিজেদের বদনাম বাড়ুক চাইছেন না তারা। তাই কলকাতার একটি গোয়েন্দা সংস্থার শরণাপন্ন হয়েছেন তারা। খবর ওই সংস্থা সংকেত পেলেই কারা কীভাবে এই কাজ করছে তা পুলিশকে জানিয়ে চলে যাবে। তার পর পুরো দায়িত্ব শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের।

বৌদিকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে। তার নিজের পাওনা টাকা না পাওয়াতে বৌদির ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে। বৌদিকে মারধোর করার পাশাপাশি মাথায় ও হাতে ধারালো অস্ত্রের কোপ দিল দেওর। বৌদি অভিযোগ করেন, তার উপরে আক্রমণ করেছে তার দেওর। মালদার মোথাবাড়ি এলাকার ঘটনায় জখম বৌদির নাম বুল্টি মাহাতো। অভিযুক্ত

দেওরের নাম জয়দেব মাহাতো। অভিযোগকারী বৌদি জানান, সে দেওরের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। বুধবার সন্ধের দিকে ওই পাওনা টাকা চাইতে বৌদির কাছে যায় অভিযুক্ত দেওর। বৌদি ওই টাকা দিতে না পারায় তাকে হামলা চালায় দেওর বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বৌদিকে বুধবার রাতে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার। অভিযুক্ত দেওর বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে আছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

জমি মাফিয়াদের রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি মহানন্দা, বালাসন সাহু সহ বিভিন্ন নদীর চরগুলি নজরে রয়েছে জমি মাফিয়াদের। শিলিগুড়িতে জমি

মাফিয়াদের রমরমা কারবার চলছে। এমনকি বাগডোগরা বুড়ি বালাসন নদী জমি মাফিয়াদের কবলে।

অভিযোগ করা হয়েছে প্রথমে দোকান ঘর বানানো হচ্ছে নদীর চরে, তারপর তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের বিল্ডিং। এমনকি নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে দুটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ইতিমধ্যে। এই দুটি সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্য এই পারের সঙ্গে ওই পারের যোগাযোগ রীতিমতো মজবুত রাখা। এক সময় এই বুড়ি বালাসন নদীর জল বেশ কয়েকটি গ্রামের কৃষকদের ভরসা ছিল। এই নদীর জল সেচের কাজে ব্যবহার হতো। কিন্তু এখন সব ইতিহাস, নদীর নাব্যতা কমে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিরোধীরা শাসকদলের দিকে অভিযোগের তীর উঠিয়েছেন।

২০০ টি বাড়ির মিটারে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ীর পাচ্‌কলগুরিতে প্রায় ২০০ টি বাড়ির মিটার বক্সে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর বিদ্যুৎ দপ্তর এর কাছে গেলে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসার পর তাদের ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে গ্রামবাসীরা। ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে এদিন ওই এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনে আচমকা আগুন লেগে যায়, সেই আগুন মিটার বক্সে গিয়ে পৌঁছালে বিস্ফোরন হতে থাকে, ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রত্যেকটি বাড়িতে একাধিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবার খবর মিলেছে। গোটা এলাকায় রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি হয় , ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এনজিপি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় বলে জানা গিয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তর আধিকারিকরা জানিয়েছেন ওই এলাকায় হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তার আছে। বিদ্যুতের তার যত উচ্চতায় থাকা দরকার সেইরকম উচ্চতায় নেই, কোন কারণে নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নিচে নেমে এসেছে। ওই হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তার কোনভাবে সাধারণ বিদ্যুতের তারের সঙ্গে লেগে যায় । সেই কারণে সাধারণ বিদ্যুতের তার হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের তারে পরিণত হয়, সেই কারণেই লাইনে আগুন লেগে যায় তারপর মিটার বক্সে বিস্ফোরণ হয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ মে – ২০ মে ২০২২

মেষ রাশি : খুব বেশী মেজাজী ও জেদী হয়ে উঠবেন। আয় ভাব শুভ নয়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। শরীরচর্চা বা প্রণায়াম করা প্রয়োজন। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মঙ্গলবার কেতুর পুজো করুন।

বৃষ রাশি : অংশীদারী ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাপ্রবণ। সন্তানের পড়াশুনোর প্রতি অমনোযোগীতা বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু চাকরিতে উন্নতিতে বাধা আসার সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ হলেও পরিবারের কোনও সদস্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সকালে স্নান করার পরে সূর্যদেবকে অর্ঘ দিন।

মিথুন রাশি : অর্থব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। অংশীদারী ব্যবসাতে ঝুঁকি থাকবে। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা হলেও চাকরিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে থাকার সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ নয়। আয় হলেও অর্থ পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং গুরবে নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চ শিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয়ভাব খুব শুভ নয়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সচেতন হোন এবং সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক গোলযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। চাকরীক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বেকারদের নতুন চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময় বলা যায়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনো বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরি ক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : স্বজনদের সঙ্গে মত বিরোধ। বন্ধু স্থানীয় বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কিন্তু সন্তানের থেকে কিছুটা সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। শরীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ চালিসার জপ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ থাকলেও বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। চাকরি ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা সম্মুখীন হতে হবে। অংশীদারী ব্যবসায় গোলযোগের সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখ ব্যাহত হবে। শরীর–স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। উচ্চশিক্ষার আশানুরূপ ফল লাভ হবে না। সংসারে সমস্যা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্রনাম জপ করুন।

মকর রাশি : সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সাথে গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাবেন। সন্তানের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। তাও সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। তীর্থযাত্রা বা উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। কর্মভাব ও আয়ভাব পীড়িত হলেওতা শীঘ্র কাটিয়ে উঠবে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতি পুজো বা যজ্ঞ করুন।

কুম্ভ রাশি : শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা হলেও তা নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এবং মানসিক উদ্বেগ থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। ব্যবসায় গুরুজনদের পরামর্শ ছাড়া বিনিয়োগ করা ঝুঁকি সাপেক্ষ। অকারণে মানসিক উদ্বেগ এড়িয়ে চলুন। সন্তানের জন্য অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। ভ্রমণে বাধা। আয়ভাব শুভ। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৭ বার 'ওং প্রাং প্রিং পরং সঃ শ্রেনশ্রয় নমঃ' জপ করুন।

মীন রাশি : মিষ্ট জাতীয় খাদ্য খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। স্বজনদের ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা আসবে। ভাই বোনদের সঙ্গে এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি ও সাবধানে চলাফেরা করুন। উচ্চশিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য আসবে। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দিন মঙ্গল গ্রহের পুজো বা যজ্ঞ করুন।

শব্দবার্তা ১৯৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কম দামে বিক্রয়, মূল্য হ্রাস ৫। শ্রেষ্ঠ বস্তু ৬। ভাগ্য, অদৃষ্ট ৮। '— মোরে রক্ষা করো' ৯। ভুল, দোষ ত্রুটি ১১। অতি সামান্য পরিশ্রম ১৩। রাজভবন, রাজার বাড়ি ১৪। জনসচেতনতা।

উপর–নীচ

১। 'জীবনের —', প্রতিভা বসু ২। গ্রাহ্য করা ৩। অচেতন, জ্ঞানহারা ৪। দৃষ্টান্ত ৭। মুমূর্ষু প্রাণ ১০। তেজ, পরাক্রম ১১। সেবক ১২। জাগ্রত, জেগে আছে এমন।

সমাধান : ১৯৮

পাশাপাশি : ২। টপ টু বটম ৫। রাকাপতি ৭। ভরাট ৯। মওকা ১০। বাগুরিক ১২। আলাংতালাং।

উপর–নীচ : ১। দোহারা ৩। পদাতিক ৪। টকরাটকরি ৬। কাগজওয়ালা ৮। হাবাকালা ১১। করুণা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

নাতির হাতে দাদু খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্পত্তি ও পারিবারিক বেশ কিছু বিষয় নিয়ে গন্ডগোল ও মারপিঠের জেরে এবারে দাদু খুন হলেন নিজের নাতির হাতে। আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের গহেরপুর সরদার পাড়ার বাসিন্দা উত্থান সরদার বহু দিন ধরে জয়নগর স্টেশন বাজারে মাছের ব্যবসা করেন। বেশ কিছু দিন ধরে পারিবারিক বেশ কিছু বিষয় নিয়ে দুটি পরিবারের মধ্যে ঝামেলা, গালাগালি চলছিল। আর শুক্রবার বিকালে সেই গন্ডগোল চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। গন্ডগোল চলাকালীন নাতি সঞ্জয় সরদার হাতের কাছে থাকা লাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে দাদুর উপর আক্রমণ করে। আর তাতেই বাড়ির উঠোনেই জ্ঞান হারায়। তৎক্ষণাৎ তাকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে। আর সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এই ঘটনা জানাজানি হবার পরেই স্থানীয় প্রতিবেশীরা মৃতের নাতি সঞ্জয়কে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে সঞ্জয় সরদারকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃত সঞ্জয়কে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে মৃতের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, উঠোনে রক্তের ছাপ এখনও রয়েছে। মৃতের স্ত্রী পান্না সরদার কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমি কলকাতায় ঠিকা কাজে যাই। বিকেলে বাড়িতে ফিরে দেখি এই অবস্থা। ধৃত সঞ্জয় আমার ভাসুরের ছেলের ছেলে। সম্পর্কে আমাদের নাতি হয়। পাশেই থাকে। বেশ কিছু দিন ধরে ওরা আমাদের সাথে কোনও না কোনও কারণে ঝগড়াঝাটি করতো। তবে এত বড় ঘটনা কোনো দিন ঘটেনি আগে। আমরা এর বিচার চাই। আমার স্বামীকে ওরা ইচ্ছাকৃত ভাবে মেরে ফেলেছে। জয়নগর থানার পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

জালে ৫ ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাকাতির আগেই তা বানচাল করলো পুলিশ। পুলিশের জালে ধরা পড়লো পাঁচ পাঁচজন কুখ্যাত ডাকাত। ধৃত ডাকাতরা হল গোসাবার শম্ভুনগরের চরপাড়ার রুহুল কুদ্দুস মোল্লা, গোসাবার গোবিন্দপুরের হাসেম ঘরামী, গোসাবার সূর্য্যবেড়িয়ার চন্ডীপুরের করীম আলি লস্কর, সুন্দরবন কোষ্টাল থানার বড় মোল্লাখালির বাপন দাস, ক্যানিংয়ের ইঁটখোলার মধুখালির ইমরান হাসান মোল্লা। ধৃত ডাকাতদের কাছ থেকে ১ টি বন্দুক, দুরাউন্ড কার্তুজ সহ ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত প্রচুর সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বাস পাড়া এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা এদিন ডাকাতির উদ্দেশ্য নিয়ে একটি ডাকাত দল তালদির বিশ্বাস পাড়া এলাকায় জড়ো হয়েছিল। এমন খবর গোপন সুত্রে পৌঁছে যায় ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ক্যানিং থানার আইসি আতিবুর রহমানের নির্দেশে এসআই রবীন পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী রাতের অন্ধকারে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে সন্দেহভাজন পাঁচ জনকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। ধৃতরা যে ডাকাতির উদ্দেশ্য নিয়ে জড়ো হয়েছিল তা পুলিশি জেরায় স্বীকার করে। পরে ৫ ডাকাতকে গ্রেফতার করে পলিশ। অন্যদিকে পুলিশের উপস্থিতি আগেভাগে বুঝতে পেরে বেশ কয়েকজন ডাকাত পালিয়ে রাতের অন্ধকার গা ঢাকা দেয়। পালিয়ে যাওয়া ডাকাতদের ধরতে পুলিশ এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীর দিবাকর দাস জানিয়েছেন ধৃত ডাকাতদের নামে এর আগেও বিভিন্ন থানায় অভিযোগ রয়েছে। ধৃত ডাকাত দলের সাথে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে ধৃতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পালিয়ে যাওয়া ডাকাতদের ধরতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে।

কেউটের ছোবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে রাত নটার দিকে এগিয়ে চলেছে। সারদিনের সংসারের সমস্ত ঝক্কি ঝামেলা সেরে রান্না ঘরে গিয়েছিলেন এক গৃহবধূ। স্বামী সন্তানকে খেতে দেওয়ার জন্য ভাতের হাঁড়ি থেকে ভাত বাড়ছিলেন। আচমকা একটি বিশাল কেউটে সাপ ওই গৃহবধূর পায়ে ছোবল দিয়ে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যায়। শুরু হতে থাকে প্রবল যন্ত্রণা। মুহূর্তে গৃহবধু জয়ন্তী বারিক চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে। রাতের অন্ধকারে রান্না ঘরের মধ্যে গৃহবধূর কান্নার আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসে পরিবারের সদস্যরা। গৃহবধূ তার পরিবারের লোকজনদের জানায় তিনি আর বাঁচবেন না, তাকে মনে হয় সাপে কামড় দিয়েছে। একদিকে অশনি আতঙ্ক, অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে এমন দুর্ঘটনা ঘটায় কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের মনসাখালি গ্রামের বারিক পরিবার। যেনতেন প্রকারে গৃহবধূকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। রাতের অন্ধকারে কোনও যানবাহন না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। চিন্তা করতে থাকেন,আর মনে হয় বাঁচানো সম্ভব হবে গৃহবধূ জয়ন্তী দেবীকে। অন্যদিকে নিশ্চিত মৃত্যু হতে পারে ভেবেই কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই গৃহবধূও। সেই সময় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীদের চিকিৎসা করছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায়। তিনি তড়িঘড়ি ওই গৃহবধূর চিকিৎসা শুরু করেন। পাশাপাশি ক্ষতস্থান দেখে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে কেউটে সাপ কামড় দিয়েছে। মুহূর্তে ওই গৃহবধূ শরীরে ১০টি সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক অ্যান্টি ভেনাম সিরাম (এভিএস) প্রয়োগ করেন। পরে আরো ১০ এভিএস প্রয়োগ করা হয়। চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় ওই গৃহবধূকে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করেন বলেন সুস্থ হয়েই বাড়িতে ফিরবেন। কোনও সমস্যা নেই।

স্ত্রীর হাতে মার খেয়ে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্ত্রীর হাতে মার খেয়ে গুরুতর জখম স্বামী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার অধীন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, হাজরা পাড়ার এক ভাড়া বাড়িতে থাকে সমীর দাস ও তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা হাঁড়ি অরফে পাখি। ওরা দুজনেই পুরসভার সাফাই বিভাগের অস্থায়ী কর্মী। প্রায় দিনই টাকা পয়সা থেকে শুরু করে বিভিন্ন কারনে তাদের মধ্যে সাংসারিক ঝামেলা লেগে থাকত। সোমবার দুপুরে দুজনের মধ্যে গন্ডগোলের পরে তাঁরা দুজনে ঘর মালিকের কাছে যায় নিজেদের ঝামেলা নিয়ে। ঘর মালিক তাদের সাংসারিক ঝামেলার ভেতর ঢুকতে রাজি হয় না। দুজনের মধ্যে ঝামেলা চরম পর্যায়ে চলে যায়। আর তখনই সন্ধ্যা হাতের কাছে থাকা বটি নিয়ে দুবার আঘাত করে সমীরের উপর বলে অভিযোগ। এর পরে স্থানীয়দের চেষ্টায় আহত সমীর দাসকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। আহত সমীর দাস এদিন রাতে সন্ধ্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ ও দিন রাতেই সন্ধ্যা গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় আসেন। পরে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করল প্রশাসন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : বারুইপুর শহরে নতুন করে অটো ঢোকার পারমিশন দেওয়া যাবে না, শহরের মেন রাস্তায় টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করলো প্রশাসন। অটো-টোটোর যানজটে বারুইপুর শহরের মানুষ তিতিবিরিক্ত। নিত্যদিনের এই সমস্যায় জেরবার মানুষ। বারুইপুর মহকুমাশাসকের দপ্তরে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কয়েক ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় কয়েকদিন আগে। আর এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে, শহরে নতুন করে অটো ঢোকার অনুমতি দেওয়া যাবে না। নন পারমিটের অটো চালানো হবে রোটেশন পদ্ধতিতে। পাশাপাশি, কুলপি রোডে কোনও টোটো চলাচল করবে না। চলবে শহরের গলিপথে। এই সিদ্ধান্তগুলি কয়েক দিনের মধ্যেই চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অটো-টোটো যানজট সমস্যার সমাধানে বৈঠক এর আগে ৭-৮ বার হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়নি। তাই এবারের বৈঠকে সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবে রূপ পাবে কীনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এদিনের এই বৈঠকে ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলা সুপার বৈভব তিওয়ারি, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস, আই এন টি ইউ সি সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল, আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডি এস পি ট্রাফিক, থানার আই সি সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বারুইপুরে মোট ১৮টি ইউনিয়নে সাড়ে তিন হাজার অটো আছে। বৈধ অটো এক হাজার, অবৈধ অটো প্রায় দুই হাজার পাঁচশো। এই অবৈধ অটোগুলি অর্ধেক ভাগাভাগি করে ১৫ দিন অন্তর করে শহরে ঢুকবে। শহরে ঢোকার জন্য নতুন করে অটোর অনুমতি দেওয়া যাবে না। বৈধ অটোর জন্য সবুজ পাশ দেওয়া হবে। পাশাপাশি, বৈঠকে ফুটপাতে হকার দখল নিয়ে চেয়ারম্যান সরব হন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিছুদিনের মধ্যেই অবৈধ পার্কিং ও ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদ অভিযানে নামবে বারুইপুর পুলিশ জেলা, পুরসভা ও ব্যবসায়ী সমিতি।

বেহাল নিকাশি, কোদাল হাতে প্রাক্তন সেচ ও জলপথ মন্ত্রী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। নিকাশি নালা বেহাল হওয়ার জন্য ক্যানিংয়ের বিভিন্ন এলাকায় জমতে শুরু করে জল। তেমনই গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে জল জমে গিয়েছে ক্যানিং শহরের বিভিন্ন এলাকায়। এমনকি জল জমে গিয়েছে ক্যানিংয়ে বসবাসকারী খোদ রাজ্যের প্রাক্তন সেচ ও জলপথ মন্ত্রী সুভাষ নস্করের বাড়ি। অগত্যা বাড়ির সামনে জল সরাতে বৃহস্পতিবার কোদাল হাতে নিকাশি নালা পরিষ্কার করতে দেখা

গেল সত্তরোর্দ্ধ রাজ্যের প্রাক্তন সেচ ও জলপথ মন্ত্রী তথা বাসন্তী বিধানসভার টানা ৩৪ বছরের প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ নস্করকে। তাঁর বাড়ির সামনে জল জমে যাওয়ার সমস্যা দীর্ঘ দিনের। পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে ক্যানিং ১ বিডিও, বিধায়ককে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। গত কয়েক দিন বৃষ্টির জেরে তাঁর বাড়ির সংলগ্ন রাস্তায় জল জমে যায়। জমা জল সরাতে বৃহস্পতিবার নিজেই কোদাল হাতে নেমে পড়লেন পরিস্কার করতে। তাঁর দাবি, রাস্তার দুপাশে সরকারি জমি দখল করে যে ভাবে দোকান, বাড়িঘর গজিয়ে উঠেছে তাতে করে নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। আর সেই কারণে প্রতিবছর জমা জলের জন্য সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

বিজিবির কাছে হস্তান্তর বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ মে, ২০২২-এর প্রায় ১৭৪৫ ঘটিকায়, ৩৫ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত চৌকি নির্মলচরের প্রস্তুত জওয়ানরা ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশকারী একজন বাংলাদেশি যুবককে গ্রেপ্তার করে। আটক বাংলাদেশি নাগরিক নিজের পরিচয়- মুহাম্মদ অল আমিন (২০ বছর) পিতা আব্দুল সালাম গ্রাম ডুমরিয়া পোস্ট গোদাগাড়ী, জেলা- রাজশাহী (বাংলাদেশ) বলে প্রকাশ করে। জিজ্ঞাসাবাদে যুবক জানায়, সে ভারতের মুর্শিদাবাদের লালগোলায় বসবাসকারী তার বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করার সময় কর্তব্যরত বিএসএফ সদস্যদের হাতে সে ধরা পড়ে।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় ঘটনাটি বিএসএফের ১১৭ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত চৌকি হারুডাঙার প্রস্তুত জওয়ানরা একজন বাংলাদেশি যুবককে ধরেছে, যুবক জানায় যে সে তার গবাদি পশু

চরাতে চরাতে অসাবধানতাবশত আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে ফেলেছে। যুবকের পরিচয়- মুহাম্মদ সুজন শেখ (বয়স ১৮ বছর), পিতা- মুহাম্মদ সুখচেইন শেখ, গ্রাম- চরমজাদিয়ার, পোস্ট- হরিপুর, থানা- রামপুর, জেলা- রাজশাহী (বাংলাদেশ)। বিএসএফ ওই দুই বাংলাদেশি যুবককে গভীরভাবে তদন্ত করে মানবিক ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে তাদের মালামালসহ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করেছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। গ্রেফতারকৃতদের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং উভয় দেশের বর্ডার গার্ডিং ফোর্সের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা বজায় রাখার জন্য তাদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ফেনসিডিল পাচারকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪৩০ টার দিকে ১০৭ ব্যাটালিয়নের সীমান্ত চৌকি সোলকের বিএসএফ জোয়ানদের ফাঁকি দিয়ে চোরাকারবারী ৭৫ বোতল ফেনসিডিল সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানরা পাচারকারীদের উদ্দেশ্য নস্যা করে দেয়। যাতে ফেনসিডিলসহ এক পাচারকারীকে আটক করা হয়। ধৃত তস্করের নাম উজ্জ্বল অধিকারী (৩০ বছর), গ্রাম – বয়রা, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা। চোরাচালানকারীকে

বিএসএফ এর আগেও গ্রেফতার করেছিল জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, সে ০৪ বছর ধরে বয়রা গ্রামে কৃষিকাজ করছিল। সে আরও জানায় যে ফেনসিডিল পাচারের অভিযোগে এর আগে ২৩ নভেম্বর ২০১৯ এ বিএসএফ তাকে ধরেছিল। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১-এ সে দালাল হিসাবে এবং ৯ নভেম্বর, ২০২১-এ গবাদি পশু পাচারের অভিযোগে বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়ে। আজ সে উজ্জ্বল দাস, গ্রাম লক্ষ্মীপুর, পিএস-বাগদহ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা থেকে এই ৭৫ বোতল ফেনসিডিল নিয়েছিল। এই সব বোতল সীমান্ত পার হওয়ার পর আবার তার হাতেই তুলে দিতে হতো। এই কাজের জন্য সে উজ্জ্বল দাসের কাছ থেকে হাজার টাকা পেত। গ্রেফতারকৃত চোরাকারবারী ও মালামাল বাগদা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যেকোনো ধরনের চোরাচালান ঠেকাতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে, যার কারণে কিছু লোক ধরা পড়ছে। এবং যথাযথ ব্যবস্থার অধীনে শাস্তিও দেওয়া হচ্ছে।

রক্তদান উৎসব ও মিলন মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিষ্ণুপুর ওয়ান আমগাছিয়া তাজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পরিচালনায় রক্তদান উৎসব ও মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হলো এই মেলায় এই অনুষ্ঠানে দিলীপ মন্ডল মহাশয় পূর্তমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সূচি নস্কর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ এছাড়া আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল এই মেলা ২২ তম বর্ষে পদার্পণ করল

এক সপ্তাহ ধরে এই মেলা চলে পহেলা মে থেকে আটিমে অব্দি এই মেলা চলে আজকে এই মেলার শেষ দিন এই রক্তদান উৎসবের রক্তদাতা ছিল প্রায় ১১০ জন ব্যক্তি এই মেলায় দিলীপ মন্ডল প্রধান ব্যক্তি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এবং তিনি ক্লাবে যেমন রক্তদান উৎসব এবং বিভিন্ন খেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সেই সাথে সাথে অনিক লাতকে আরো একটি আরজি করেন যে দুস্থ ব্যক্তিদের যাতে বইপত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে এই কথা তিনি তাদের কাছে বলেন এবং আমগাছিয়া ক্লাবের কর্মকর্তা আনোয়ার আলী সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

ছবি : অরুণ লোধ

বাগানে কীটনাশক গলায় ফাঁস দিয়ে বেধড়ক মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগানে কেন কিটনাশক ওষুধ দেওয়া হয়েছে? এমনই অভিযোগ তুলে মামা ও ভাগ্নেকে বেধড়ক মারধর করলো প্রতিবেশ জনাকয়েক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইঁটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর গোলাবাড়ি গ্রামে ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে মামা সমীর সরদার ও ভাগ্নে সুদীপ সরদার। জখমদের চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এলাকার চাষি সমীর সরদার। তিনি তাঁর বাগানে সবজি চাষ করেছিলেন। পোকা, মাকড় এবং গবাদী পশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য বাগানে কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করে লাল পতাকা টাঙিয়ে দিলেন। এদিন সন্ধ্যায় প্রতিবেশ যুবক দিবাকর সরদার, মহেশ্বর সরদার সহ আরো জনাকয়েক যুবক সমীর সরদারের বাড়িতে গিয়ে জানতে চায় বাগানে কেন বাগানে কীটনাশক স্প্রে করা হয়েছে। অভিযোগ উত্তর দেওয়ার আগেই ওই যুবকরা সমীর সরদারকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। পাশাপাশি ওই যুবকের গলায় দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের এমন ঘটনায় হাত থেকে মামা'কে উদ্ধার করতে দৌড়ে আসেন ভাগ্নে। অভিযোগ তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। এরপর প্রতিবেশীরা ঘটনায় গুরুতর জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে মামা ও ভাগ্নে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বেপরোয়া গাড়ি চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাল রাস্তায় বেপরোয়া যান চলাচল বেড়ে চলায় দুর্ঘটনা ও বেড়ে চলছে। আর এবার পথ দূর্ঘটনার শিকার হল এক চার চাকার গাড়ির আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে কুলতলি থানার জালাবেড়িয়ার ননী গোপালের মোড়ের কাছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মৈপীঠ বৈকণ্ঠপুর থেকে জয়নগর স্টেশন রোডে আসা এস ডি ৩৯ নং রুটের একটি পাবলিক বাসের সাথে চার চাকার একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয় আর তাতেই গুরুতর জখম হন চার চাকার এক আরোহী। আহত ব্যক্তির নাম রামপ্রসাদ নস্কর বাড়ি জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ২ নং ওয়ার্ড এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, আহত রামপ্রসাদ নস্কর এদিন সন্ধ্যায় কুলতলির ননীগোপাল মোড়ের নিজের দেশের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে জয়নগরের বাড়িতে ফিরছিলেন এমন সময় জয়নগর মুখী একটি পাবলিক বাস তার গাড়িকে ওভারটেক করে উঠতে গিয়ে ধাক্কা মারে। আর তাতেই চার চাকার আরোহী রামপ্রসাদ নস্কর গুরুতর আহত হয় তবে এই অবস্থায় বাসের চালক যাত্রী অবস্থাতেই বাসটি

নিয়ে পালিয়ে আসে জয়নগরের দিকে। পরে বকুলতলা থানা পুলিশ খবর পেয়ে বুড়োর ঘাট এলাকার কাছ থেকে বাসটিকে ও বাসের চালকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃত বাস চালকের নাম আয়ুব ঢালী, বাড়ি বকুলতলা থানার পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে।এদিন রাতেই ধৃতকে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসা হয় আর আহত গাড়িচালক রামপ্রসাদ নস্করের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে জয়নগরের স্পন্দন নার্সিংহোমে। নার্সিংহোম সূত্রে জানা গেল, তাঁর মাথায়, পিঠে এবং বুকে গুরুতর চোট হয়েছে। এদিন তাঁর সিটি স্ক্যান ও মাথায় সেলাই করা হয়েছে। ওই নার্সিংহোমেই আহত রামপ্রসাদ নস্কর বলেন, ওই গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে চাই। ধৃতের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

জল বের করতে বসানো হল পাইপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর মিশন পল্লিতে নরেন্দ্রপুরের জমা জল ঠেকাতে তৎপরতার সাথে উদ্যোগ নিলেন রাজপুর সোনারপুর ভাইস চেয়ারম্যান মোফাজাল হোসেন। গত মঙ্গলবার থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত চালিয়ে এ রাস্তার পাইপ বসানোর কাজ শেষ করেছেন পূর্ত দপ্তর। এই রাস্তার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ৬ বাই ৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের পাইপ বসানোর কাজ হল। মঙ্গলবার রাত দশটায় কাজ শুরু হলেও পরের দিন চারটের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হয়েছে। আরো একটি পাইপ আগামী শনিবার বসানোর কথা চলছে। এই এলাকাটি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সেটির কাউন্সিলর মোফাজ্জাল হোসেন। মোফাজ্জাল বাবু বলেন, এই এলাকায় বৃষ্টির জল জমলে সহজে নামতে চাই না। ১০ থেকে ১৫ দিন ধরে জমা জলের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের। সেটাই এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমানে এই এলাকায় একটি পাইপ রয়েছে যার মাধ্যমে জল সহজে বের হচ্ছে না তাই দ্বিতীয় পাইপ বসানো হলো। এছাড়া আরো একটি পাইপ বসিয়ে জল বেরোনোর রাস্তা প্রশস্ত করতে চাইছে পূর্ত দপ্তর। ভোটে জিতল এই সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বাসিন্দাদের সেটাই এখন বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

বন্যপ্রাণী রক্ষায় মানুষের সচেতনতা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার সকালে নোদাখালি থানা এলাকার সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের সামনে একটি অসুস্থ শৃগাল শাবককে বসে থাকতে দেখা যায়। সুকুমার চক্রবর্তী নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা প্রতিবেদককে ফোন করে বিষয়টি জানান। তারপর ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি একটি নার্সারি বাগানে অসুস্থ এক শৃগাল শাবক। মানুষজন ভিড় জমাচ্ছিল তাকে দেখতে। ইদানিং দিনের বেলাতেও শৃগালরা লোকালয়ে চলে আসছে খাবারের জন্যে। যাইহোক সুকুমার আর প্রতিবেদক শৃগালটিকে একটি প্লাসটিকের বাস্কেটে করে উদ্ধার করেন। এলাকার মানুষজনও সহায়তা করেন। তারপর বনদফতরের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বিষয়টি বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীকে

শৃগাল শাবক উদ্ধার

জানানো হয়। তিনি আলিপুর সদরের মহকুমা শাসককে জানান। তারপর বনদফতরের আধিকারিকরা এলে সহকারী সভাপতি শৃগাল শাবকটিকে তাদের হাতে তুলে দেন। প্রসঙ্গত ইদানিং গ্রাম্য এলাকায় বন্যপ্রাণ বাঁচাতে মানুষ অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। এবং এটা হওয়াই উচিত লুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী অকালে মারা গেলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত, এর আগেও এই প্রতিবেদক মানুষের সহায়তায় কেউটে সাপ, লক্ষী পেঁচা, ভাম বন দফতরের হাতে তুলে দিয়েছেন। সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের একটি দায়িত্ব। মানুষের সহযোগিতায় একটি শৃগাল শাবক প্রাণে বাঁচল। তিনি এর জন্য এই প্রতিবেদক এবং সুকুমার চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানান।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 29, 14 May - 20 May, 2022

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ১৪ মে – ২০ মে, ২০২২

কেন্দ্র ক্ষমা চান

কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালির আবেগ নিয়ে বারবার খেলছেন এমন অভিযোগের যথার্থতা ক্রমশ প্রমাণিত হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় ভোটের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও নেতাদের ঘন ঘন এ রাজ্যে যাতায়াত রাজনৈতিক সমালোচকরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মদিনের আগে নেতাজি নিয়ে বড় অনুষ্ঠান দিল্লিতে নয় কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে জয় শ্রীরাম ধ্বনি ওঠায় প্রধানমন্ত্রীর সামনেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে বক্তব্য দান থেকে বিরত ছিলেন। রাজ্য সরকার নেতাজি ফাইল প্রথম প্রকাশ করে পথ দেখিয়েছিলেন পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী নেতাজি ফাইল প্রকাশে সূচনা করেন। যদিও হিসাব মতো রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত নেতাজি ফাইল প্রকাশিত হয় নি আজও। কেন্দ্রীয় সরকার তথাকথিত তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি মৃত্যুকে এখনও পর্যন্ত সরকারি নীতি হিসাবে মনে করে। এমনকি নেতাজির তথাকথিত বিবাহের গল্প নথি পত্র মিথ্যা প্রমাণ করা সত্ত্বেও জনৈকা বিদেশিনীকে প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নিয়ে কোনও প্রতিবাদে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। নেতাজি অনুরাগীদের আশঙ্কা আগামী আগস্ট মাসে ইন্ডিয়া গেটের কাছে যে নেতাজির প্রস্তর মূর্তি স্থাপন করতে চলেছে সেখানে তাইহোকুর মিথ্যা সাল তারিখ উৎকীর্ণ হতে পারে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কোটি কোটি অর্থ ব্যয় একদা নেহরুর বাসভবন ত্রিমূর্তি ভবনকে প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহ শালা বানাবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। নেতাজির পরিবারের সদস্য রাজশ্রী চৌধুরীর অনুরোধ ছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যাকে কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে যেন ওই সংগ্রহশালায় উল্লেখ থাকে। ওই সংগ্রহশালার অন্যতম কর্তা ড. রবি মিশ্র পত্রের উত্তরে জানিয়েছেন নেতাজির বিষয়টি এখন তাদের কাছে 'জাঙ্ক' এবং এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ওই আমলার বক্তব্য, ধরে নেওয়া যেতে পারে সরকারী বক্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকারের ওই আমলা জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক নেতাজি প্রসঙ্গকে 'জাঙ্ক' বলেছেন। 'জাঙ্ক' শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো, আবর্জনা বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়। প্রতিবাদ উঠেছে সব মহলেই। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কংগ্রেস আমলে নেতাজিকে নানা ক্ষেত্রে সেনসর করা হয়েছে। তাদের পারিবারিক শাসনে নিষেধাজ্ঞায় বাংলার বহু সত্যই সামনে আসেনি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মৃত্যু রহস্য কিংবা নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য সবটাই তাদের ছিল মর্জিমাফিক। জওহর লাল নেহেরু একদা ঐতিহাসিক ড. প্রতুল চন্দ্র গুপ্তের আজাদ হিন্দ সরকারের ইতিহাস সম্পর্কিত বইটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন আজও সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভোটের আগে নেতাজির কথা বারবার উচ্চারণ করলেও কার্যকালে দেখা যাচ্ছে তারা কংগ্রেসের পথেই হাঁটছে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু রহস্যের ব্যাপারে তারা নিশ্চুপ। ডঃ প্রতুল গুপ্তের বই প্রকাশের ব্যাপারে তারা নীরব। মোদী সরকারের এক আমলা নেতাজিকে 'জাঙ্ক' বলা সত্ত্বেও তারা প্রতিক্রিয়াহীন। এমন মৌনতা কী সম্মতির লক্ষণ।

রাজ্যের তৃণমূল সরকার নেতাজির ব্যাপারে কিছুটা হলেও সংবেদনশীলতার কারণে রাজ্যে ২৩ জানুয়ারি ছুটি ঘোষণা করে। আশ্চর্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার গান্ধিজির জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করলেও ২৩ জানুয়ারি তারা জাতীয় ছুটি ঘোষণায় অপারগ। দেশপ্রেম দিবসের দাবি উপেক্ষা করে তারা পরাক্রম দিবস চাপিয়ে কর্তব্য সমাধান করেছেন। রাজ্যে জনপ্রতিনিধিরা নেতাজিকে 'জাঙ্ক' বলার প্রতিবাদে স্বরভবন কিংবা সরব হবার ক্ষমতা রাখেন কিনা এখন সেটাই দেখার।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধভক্তের সেবার কথা কখনই বিস্মৃত হন না। ভগবদ্গীতায় ভগবান স্পষ্টভাবে ভক্তের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেছেন- 'কেউ জঘন্যতম কর্ম করলেও যদি সে ভগবদ্ভজনে ব্রতী হয়, তা হলে সে সাধু বলেই বিবেচিত হবে, কারণ সে যথার্থ মার্গে অবস্থিত। সে তখন শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না। হে পার্থ যারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র আদি নীচ কুলে জাত হলেও পরম গতি লাভ করে। তাই এই দুঃখময় অনিত্য সংসারে আমার প্রতি প্রেমভক্তিতে নিয়োজিত ব্রাহ্মণ, ধর্মাত্মা, ভক্ত ও রাজর্ষিরা কত মহিমান্বিত। সর্বদাই আমার চিন্তায় তোমার মনকে নিয়োজিত কর, প্রণতি নিবেদন কর, এবং আমার উপাসনা কর। সম্পূর্ণভাবে আমাকে অভিনিবিষ্ট হলে, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।'' (ভঃ গীঃ ৯/৩০-৩৪)

ফেসবুক বার্তা

চীনের থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পেরে দেউলিয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কা,

দেউলিয়া হওয়া শ্রীলঙ্কা কে বাঁচাতে প্রায় ৮০০০ কোটি টাকা ঋণ দিলো ভারত, এছাড়া সাধারণ মানুষের যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী চাল, ডাল, ঔষধ, পেট্রোল, ডিজেল পাঠিয়ে চলেছে ভারত

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন

অমিতাভ সেন

স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত ছিলেন ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর। স্বামীজির পূর্বাশ্রমে নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। লতাজীর গুরুর নাম নরেন্দ্র শর্মা। এই সূত্রেই মোদীজির সঙ্গে ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন ৪৫ বছর আগে। শ্রীগীতায় বিভূতিযোগ অধ্যায়ে বলা আছে কোনো কোনো মানব আধারে পরমেশ্বরের বিশেষ ঐশী শক্তির আবেশ হয়। তিনি প্রাণী স্থাবর জঙ্গম সকল কিছুর মধ্যে বিরাজ করেন, কিন্তু বিশেষ শক্তি সকল আধারে সমান নয়। যাঁরা জন্মজন্ম ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে 'সতত যুক্তানাং' (সততযুক্ত থাকেন) মদভক্ত, মৎপরায়ণ, মৎকর্মকৃত (শ্রীভগবানের ভক্ত, তাঁরই আশ্রিত পরায়ণ, তাঁরই আদিষ্ট কর্ম করে যান) তাঁরাই এই বিশেষ শক্তির আধার হন। যাঁদের সেই দৈবী দৃষ্টি আছে তাঁরা এই বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মানুষদের চিনতে পারেন। অবশ্যই লতাজী সেই দিব্যপ্রাণদের মধ্যে একজন, তাই দিব্যগুণ সম্পন্ন নরেন্দ্র মোদীজিকে ভাইয়ের আসনে বসিয়েছিলেন। জীবনের শেষ রেকর্ড করেছিলেন ভাইয়ের লেখা গান শির নহী ঝুকনে দুঙ্গা।

গুজরাট এর রাজকোট আশ্রমে স্বামী আত্মস্থানন্দজীর কাছে নরেন্দ্র ভাই গেছিলেন 'সন্ন্যাস' প্রার্থনা করে। গুরু শিষ্যের মধ্যে শক্তির বিকাশ অবলোকন করতে পেরেছিলেন। প্রার্থিত সন্ন্যাস দেন নি, শিষ্যকে সামাজিক সন্ন্যাসী (পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সন্ন্যাসী) বানিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে এ ঘটনা প্রথম নয়। একজন আপনভোলা ধীমান সদাশিব জীববিজ্ঞান গবেষক (বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির) মাধবরাও গোলওয়ালকর একই প্রার্থনা নিয়ে সারগাছি আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর (গঙ্গাধর মহারাজ, বিবেকানন্দ যে গুরুভ্রাতাকে গ্যাঞ্জেস বলে সম্বোধন করতেন) কাছে সাড়ে চার বছর ছিলেন। অধীত জ্ঞান নিয়ে সারগাছি আশ্রমে বিশাল কৃষিক্ষেত্রে, গোশালায় উৎপাদন বাড়িয়ে আশ্রমকে আর্থিক বিপুল উন্নতি করেছিলেন গোলওয়ালকরজী। দিনান্তে তাঁর কাজ ছিল গুরুর পদসেবা করা। স্বামী অখণ্ডানন্দজী শিষ্যকে প্রথাগত সন্ন্যাস দেন নি। দিয়েছিলেন গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক সময়কার দণ্ড, কমণ্ডল আর জপের মালা। গোলওয়ালকরজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের দ্বিতীয় সর সংঘচালক পদে বৃত হয়ে ছিলেন। আরএসএস এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই মহাসম্পদ সুরক্ষিত আছে। অথচ বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল মেডেল এবং বেলুড়মঠ থেকে শ্রীমায়ের জপের মালা চুরি হয়ে গেছে।) নরেন্দ্র ভাই এই বাগানেরই ফুল। শ্রীকৃষ্ণকে পিতামহ ভীষ্ম প্রশ্ন করেছিলেন, ত্রেতাযুগে তুমিই ছিলে মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরাম। সেই প্রেক্ষাপটে দ্বাপরলীলায় তোমার মহিমার কী কোনো ব্যত্যয় হলো না?

শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে জবাব দিলেন- ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হয়। সেই জ্ঞানে পরিপুষ্ট হয়ে নির্ণয় নিতে হয় বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে। ত্রেতাযুগে শ্রীরামের বিরুদ্ধে বালি, রাবণ যাঁরা, তাঁদের বংশেও অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ- তারা, মন্দোদরী, বিভীষণ, অঙ্গদ জন্ম লাভ করেছিলেন। আমার সময়ে সবংশে ক্রুর, কুটিল ধর্মহীন মানুষ যেমন কংস, জয়দ্রথ, দুর্যোধন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, শকুনি ইত্যাদি। ত্রেতা যুগের পরিস্থিতিতে যে নির্ণয় নেওয়া শ্রীরামের পক্ষে সম্ভব দ্বাপরে বাতাবরণ অনেক জটিল। সামনে আসছে কলিযুগ, মানুষের বুদ্ধি হবে অনেক সংশয়পূর্ণ। নির্ণয় নিতে হবে অনেক বিপদ সংকুল প্রেক্ষাপটে। কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে গেছে। হাতে কোনো অস্ত্র নেই। কর্ণ বলছে অস্ত্রহীন যোদ্ধাকে আক্রমণ করা নীতি সিদ্ধ নয়। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন- নীতি, নীতির কথা তুমি বলছ কর্ণ? এই নীতিজ্ঞান তোমার কোথায় ছিল, সাত মহারথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করার সময়? রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়। নীতির কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। নীতি তাদের জন্য যারা নীতিকে সম্মান দেন। ধর্মঃ রক্ষতি রক্ষতঃ। অর্জুন সময় নষ্ট কোরোনা- বধ করো।

প. পূ. কেশব বলিরাম হেডগাওয়ার নাগপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ডাক্তারী পাঠের সঙ্গে অনুশীলন সমিতিতে বিপ্লবের দীক্ষা নিতে। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য পদ নিয়েছিলেন। লাল-বাল-পালএর যুগ শেষ হলে তিনি পণ্ডিচেরীতে ঋষি অরবিন্দের কাছে ছুটেছিলেন কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দেবার নিবেদন নিয়ে। পরে বুঝতে পেরেছিলেন যোগমার্গের যে স্তরে শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন তার পক্ষে নেমে আসা সম্ভব নয়। প. পূ. ডাক্তারজী ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারবরণ করেন। এরপর তুর্কিতে খলিফাকে পুনরায় ক্ষমতাশীর্ষে ফেরানো নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে জেহাদীরা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। ১৯২৩এ গান্ধি এবং তার পোঁএর দল মিথ্যা ব্যাখ্যা দিতে থাকে তুর্কীস্তানে মুসলমানরা ব্রিটিশের খিলাফ লড়ছে। ভারতের মুসলমানদের ইংরেজ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত। তোষণবাদিতার মূলে জল দিয়ে শুরু হলো খিলাফৎ আন্দোলন ১৯২৩ সালে। এর প্রতিবাদে প. পূ. ডাক্তারজী কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ১৯২৫ বিজয়া দশমীর দিন প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ণ মাত্রায়

সামাজিক সংগঠন আরএসএস, যা রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, বিশ্বভারতীর পথ ধরে তিনি চরিত্রগঠন, সেবাকার্যে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তবে স্বয়ং-সেবকরা সংঘের বাইরে গিয়ে যে কোনো রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হতেন। অনেকে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস দুই দলেরই সদস্যপদ রাখতেন যেমন মদনমোহন মালব্য, মুঞ্জে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করে মহাসভার সদস্য হয়েছিলেন। ৪৭ সালে স্বাধীনতা, দেশভাগ, ভয়াল দাঙ্গার প্রেক্ষিতে অন্য নির্ণয় নেওয়ার প্রয়োজন হলো। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এলেন, দ্বিতীয় সরসংঘচালক স্বামী অখণ্ডানন্দজীর শিষ্য গোলওয়ালকরজীর সঙ্গে বসলেন আলোচনায়। প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় জনসংঘ-পুরোপুরি স্বনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দল। জন্মবর্ষেই দিল্লি, জয়পুর অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটিতে ক্ষমতা দখল করে। নেহরুর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশ চালানোর জন্যে সর্বপেক্ষা যোগ্য নেতা ছিলেন জনসংঘ দলে। কিন্তু কংগ্রেস গান্ধী হত্যার মিথ্যা অপবাদ গোয়েবলসীয় কায়দায় লাগিয়ে দেয়। তাই প্রয়োজনীয় আসন সংখ্যা জোটানো যায়নি। ইন্দিরা যুগে কংগ্রেস যখন নির্লজ্জভাবে পরিবারবাদের খপ্পড়ে পড়লো তখন রাষ্ট্রবাদী সনাতনী মানুষ কংগ্রেস ছেড়ে জনসঙ্ঘেই যোগদান করেন। সম্মিলিত ভাবে সনাতনী ভাবনা ও আদর্শচর্চার পথে জনসঙ্ঘের উত্তরণ ঘটালো ভারতীয় জনতাপার্টিতে, যে সর্বদা নির্ণয় নিয়ে চলেছে বাস্তব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে।

২০২২ সালে প্রথম বিদেশ যাত্রায় জার্মানী পৌঁছে ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরার সামনে মোদীজি যে বক্তৃতা দিলেন মূল সুর ব্রান্ড ইন্ডিয়া : লোকাল টু গ্লোবাল, যা ভারতীয় কৃতী সন্তানরা পৃথিবীর বহু দেশে গিয়ে পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি উজ্জ্বল ও দৃঢ় করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রশাসনিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র অনন্য ভাবে বিবৃতি করলেন। মডার্ন টেকনোলজির যা যা প্রয়োগ ও সুবিধা সমগ্র ইউরোপে পাওয়া যায়, সবই ভারতবর্ষেও সুলভ। ড্রোন, রোবটিকস, ডিফেনস যে কোনো ক্ষেত্রে ভারত মায়ের পরবাসী সন্তানরা শিল্প বিনিয়োগ করতে পারেন। অফিসিয়াল ফর্মালিটি সারতে ২৪ ঘন্টার বেশি সময় লাগেনা। ডিবিটি (ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার) এর মাধ্যমে কোরাপসনের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোনো পিএমকে কুম্ভীরাশ্রু ফেলতে হবে না যে দিল্লি থেকে এক টাকা খরচ হলে বেনিফিসিয়ারীর কাছে ১৫ পঃ পৌঁছায়। যে পাঞ্জা ৮৫ পঃ লুটে নিত, তার আঙুলগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বসংস্থার মত অনুযায়ী অন্যান্য দেশে খাদ্য উৎপাদন কম হয়েছে। এ বছর ভারতে গম উৎপাদন এত বেশি বেড়েছে যে বহু মানুষকে খাওয়াবার ক্ষমতা রাখে। কিষাণ সম্মান নিধি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করছে। কৃষি ও শিল্প মিলিয়ে রপ্তানীর পরিমাণ ৪০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৩তে যেখানে স্টার্ট আপের সংখ্যা ছিল ২০০টি আজকে ৬৮০০০। এর মধ্যে একশোটি ইউনিকর্ণ, অর্থাৎ এক একটির ডাইমেনসন ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এই জন্যই গত এপ্রিলে জিএসটি কালেকসন হয়েছে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ হাজার টাকা। মোদীজি ভারতীয় মূল জর্মনবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খাদি গ্রামোদ্যোগ এরকথা উল্লেখ করেন যার উৎপাদন এ বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এই পণ্য গ্রামের উদ্যমী মহিলাদের উৎপাদন। সরকারের উদ্যোগে এবং আর্থিক সহায়তার গ্রামের মানুষ স্বনির্ভর হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মোদীমন্ত্র লোকাল টু গ্লোবাল। খাদি বস্ত্রের কোয়ালিটি প্রদর্শনের ব্রান্ড অ্যামবাসাডোর প্রধানমন্ত্রী নিজেই। খাদির অল্প বিস্তর উৎপাদন আগেও ছিল। ছিল না মার্কেটিং স্কিল, অ্যাডভারটাইজমেন্ট যার অঙ্গ। আগে বিজ্ঞাপনে থাকতো অর্ধনগ্ন গান্ধিজীর ছবি। এ চিত্র আর যাই প্রকাশ করুক, পরিধেয় ক্রেতাকে আকর্ষণ করতে পারে না। সেই ছবি সরিয়ে, রাখা হয়েছে তাঁর ব্যবহৃত চশমার ছবি, যা প্রকাশ করে গ্রামোন্নয়ন এবং গ্রামীন শিল্প প্রসঙ্গে গান্ধিজীর ভিসন। বিজ্ঞাপনে তিনি না থেকেও আছেন। এখন বন্যাত্রাণে খাদি বস্ত্র মুফৎ বিলিয়ে দিতে হয়না; ডিজাইনার গার্মেন্টস চড়া দরে রপ্তানী হয়। জার্মানী, ডেনমার্কএ ইন্টার গর্ভমেন্টাল শিল্প চুক্তি হয়েছে। প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিওরসরাও এই সব প্রোজেক্টএ অংশ নিচ্ছেন। ডেনমার্কের সঙ্গে গ্রীন হাইড্রোজেন প্রোজেক্ট-এ ভারতের ৪০% ভাগীদারিত্ব সে দেশের পিএম ভীষণভাবে প্রশংসা করেছেন। সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দেশ সমুদ্রের টাইডাল ফোর্সকে অত্যন্ত দক্ষভাবে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করেছে। ভারতে ৭৪৫০ কিমি সমুদ্রতট রয়েছে। তার সঙ্গে সারা বছর ধরে মার্তণ্ডদেবের আশীর্ব্বাদ। এই সৌরশক্তি ও সামুদ্রিক পবন শক্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে প্রচলিত শক্তি উৎস কয়লা এবং পেট্রোলিয়মএর ওপর চাপ কমবে। এতে বাতাসে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমবে এবং পেট্রোলিয়ম এর ডিমান্ড কমায় বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে। ডেনমার্কএর প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত হতে পেরেছেন ভারতবর্ষ আজ ডিজিট্যাল গ্লোবাল জায়েন্ট। ভারতের উন্নয়ন যজ্ঞে যে দার্শনিকতা রয়েছে বিশ্ব বুঝতে পারবে কোপেনহাগেন ইউনিভার্সিটিতে মোদীজীর ভাষণ থেকে। তিনি নীলস বোরকে স্মরণ করেছেন। নাৎসী আক্রমণের সময় থেকে অনেক বিজ্ঞানীদের প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু নিজের মনে যখন শূন্যতা সৃষ্টি হতো, তিনি পাঠ করতেন উপনিষৎ : তেন তক্তেন ভুঞ্জিথাঃ : তাঁহাকে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করিতে হয়।ভারত বরাবর সেই কাজই করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। ভোগকে বেঁধেছে ত্যাগের সীমানায়, কর্মকে আনন্দের ডোরে....।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

দেশ দেশান্তরে

হিরো থেকে ভিলেন

প্রণব গুহ

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর এমন সংকট কখনো আসেনি শ্রীলঙ্কায়। ২২ কোটি মানুষের দেশে অর্থনৈতিক পতনও রাজনৈতিক যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। বিক্ষোভকারী এবং বিরোধী দলগুলি সর্বশক্তিমান, ক্ষমতাসীন রাজাপক্ষে পরিবারের সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুতি চায়। এ এক অভূতপূর্ব সংকট। দেশে জরুরি অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সোমবার মাহিন্দা রাজাপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করার পরে কয়েক সপ্তাহ ধরে সরকারের সমর্থনকারী ও প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে চলছে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ইতিমধ্যে ৮ জন নিহত ও দুশো জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। বেশ কয়েকজন নেতা ও মন্ত্রীর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সামরিক কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সমস্যা সৃষ্টিকারীদের দেখা মাত্র গুলি করতে। মাহিন্দার ছোট ভাই এবং দেশটির রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে পদত্যাগের সহিংস আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু চাপ ক্রমশ বাড়ছে। সহিংসতায় উস্কানি দেওয়ার জন্য মাহিন্দার গ্রেফতারের দাবিও উঠেছে। অস্থিরতার মূল কারণ খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তীব্র ঘাটতির কারণে কয়েক মাস যাবৎ ব্ল্যাক আউট।

অথচ রাজাপক্ষেদের কাছে ছবিটা ছিল ঠিক উলটো, তারা ছিলেন গৃহযুদ্ধের নায়ক। মাহিন্দা ছিলেন শ্রীলঙ্কার শাসক পরিবারের সর্বশক্তিমান এবং ক্যারিশম্যাটিক নেতা। রাজনীতিতে বেশ কয়েক বছর পর তিনি ২০০৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হন এবং ২০০৫ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিও ছিলেন। ২০১৮ সালে তিনি আবার কয়েক মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন। ২০১৯ সালে গোতাবায়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর মাহিন্দা ফের প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন। মাহিন্দা সিংহল-বৌদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠদের দ্বারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তামিল বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য এবং ২০০৯ সালে একটি নৃশংস সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে গৃহযুদ্ধের অবসান করেছিলেন। এমনকি তাঁকে 'দ্য টার্মিনেটর' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এই কারণে। গোতাবায়া ছিলেন মাহিন্দার প্রধান লেফটেন্যান্ট যিনি উত্তর-পূর্ব শ্রীলঙ্কায় তামিলদের জন্য একটি স্বাধীন আবাস ভূমির লড়াইয়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনী এবং পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। মাহিন্দা এবং গোতাবায়া রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁদের বাবা ডন আলউইন রাজাপক্ষে ছিলেন শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং দুবারের সংসদ সদস্য। তবে এই তিনজন ছাড়া রাজাপক্ষে পরিবারের আরও অনেকে ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

এমন একটি পরিবার ক্ষমতার অলিন্দে বার বার ঘোরাফেরা করা সত্ত্বেও হিরো থেকে ভিলেন হয়ে গেল নিপীড়ন, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং চিনা ঋণের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য। এইসব কারণের জন্যই শ্রীলঙ্কা বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হতে থাকে। পরিকাঠামো প্রকল্পে চিনের বিনিয়োগ ও চিনা ঋণের ফাঁদ গলা টিপে ধরে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির। বছরের পর বছর বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে এবং দেশকে চালু রাখতে চিন থেকে ধার করে প্রচুর পণ্য আমদানি করতে থাকে শ্রীলঙ্কা। পাশাপাশি অকার্যকর বিমান চলাচল, শিপিং, হাইওয়ে, আতিথেয়তার মতো বিষয়ে অপচয় করতে থাকে রাজাপক্ষে সরকার। চিন এই ঋণ কাজে লাগিয়ে ইক্যুইটি আকারে রিয়েল এস্টেট পাওয়ার নামে শ্রীলঙ্কার জমি দখল করতে শুরু করে। এই সব কটি ক্ষমতা ক্ষুধার্ত শ্রীলঙ্কাগোষ্ঠীর প্রতীক হয়ে উঠেছে যারা দেশটির সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে। বিক্ষোভকারীরা এবার চুরি করা টাকা রাজাপক্ষে পরিবারের থেকে ফেরত নিতে চায়। সহিংসতার সর্বশেষ সর্পিলতায় শ্রীলঙ্কার জনতা হাম্বানটোটায় রাজাপক্ষে মেমোরিয়াল পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়। মাহিন্দার গ্রেফতার এবং গোতাবায়ার পদত্যাগের জন্য শ্রীলঙ্কা জুড়ে জনতার কোরাস ক্রমশ বাড়ছে। গোতাবায়া সর্বদলীয় সরকারের আহ্বান জানালেও বৃহত্তম বিরোধী দল তার সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকার করেছে।

এক সময় নায়ক হিসাবে খ্যাত রাজাপক্ষেরা যদি ভিলেন হয়ে যেতে পারে তাহলে সারা পৃথিবীতে তা হবে রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্রের কাছে এক ভয়াবহ বার্তা। গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতা দখল করে বহু দেশেই চলছে রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্র। আজ শ্রীলঙ্কার ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে বেলাগাম পরিবারতন্ত্রে কিভাবে জন্ম নেয় দুর্নীতি, স্বজনপোষণ। কীভাবে শুরু হয় ক্ষমতার ব্যভিচার। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক পরিবারতন্ত্রের চর্চা ইদানিং ব্যাপক আকার নিতে শুরু করেছে। কেউ কেউ পরিবারতান্ত্রিকতার সমর্থক থাকলেও এখন বহু লোক তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছে। অসীম ক্ষমতা যে আসলে দলীয় ও আমলাতান্ত্রিকতার জন্ম দেয় তা প্রমাণ হয়েছে বহুবার। আমাদের দেশেও এমন উদাহরণ আকচার মিলবে। কিন্তু আসলে তার ভবিষ্যৎ কী দেখিয়ে দিচ্ছে শ্রীলঙ্কার রাজাপক্ষেরা।

কটরা হাতে পথে বসিয়ে দিলেন অমিত শাহ

নির্মল গোস্বামী

সেদিন কলকাতার রাজপথ একটা অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হল। বিজেপি নেতারা কৌটো হাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। বঙ্গ বিজেপির ভবিষ্যৎ বোধহয় এটাই। যাদের হাজার কোটি টাকার ফান্ড আছে তারা ঘর ছাড়া কর্মীদের জন্য কৌটো নাড়ছে- এটা একটা রাজনৈতিক পরিহাস। ছাত্রজীবনে একটা বামপন্থী দলের হয়ে আমিও কৌটো নিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। দশ পয়সা, চার আনা, আট আনা এবং এক টাকার কয়েন। মনে আছে ৭৯/৮০ সাল হবে, গণেশ অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে তিন চার ঘন্টা ডিবে নিয়ে দাঁড়িয়ে ১৬টা কয়েন কালেকশন করেছিলাম বলে পার্টির দাদারা পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। আমাদের মোটিভেশন করা হতো এই বলে যে মানুষের জন্য যখন তুমি আন্দোলন করছ মানুষের স্বার্থে, তখন মানুষের সাহায্যেই তা করতে হবে। পার্টি যদি মানুষের জন্য কাজ করে তবে তা মানুষের দেওয়া অর্থেই করতে হবে। তোমার নিজের টাকা থাকলেও তা দিয়ে পার্টি চালনা করা অনুচিত। যার টাকায় পার্টি চলবে পার্টি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মতকেই প্রাধান্য দেওয়ার ঝোঁক আসবে- যদি তার সিদ্ধান্ত ভুল থাকে, তাহলে সে নিজে এবং পার্টিকে ডোবাবে। সাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে পার্টি কাজ কর্ম করা শুধু বামপন্থীর সংস্কৃতি নয়। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্যও সে যুগের নেতাদের সাধারণ মানুষের কাছে হাত পাততে হতো। এমনই একটি ঘটনার চিত্র পাই শরৎচন্দ্রের লেখায়। কথাশিল্পী বলেছেন যে একদিন তিনি সুভাষ আর দেশবন্ধু বৈঠকখানা বাজারে এক ব্যক্তির বাড়িতে বসে আছেন প্রায় দুঘন্টা ধরে। কারণ তিনি দশ টাকা চাঁদা দেবেন বলেছেন। কিন্তু দু ঘন্টা কেটে গেলেও ভদ্রলোকের দেখা মেলেনি। শরৎচন্দ্র অধৈর্য হয়ে বলেন যে এই সব লোকের মঙ্গল করার জন্য আপনারা ব্রতী হয়েছেন? দেশের কাজ করায় কাজ নেই। তখন সুভাষ মৃদু হেসে বলেন, শরৎবাবু উপকার যদি করতেই হয় তবে এদেশেই করতে হবে। ভদ্রলোক কখন বাড়ি এলেন, চাঁদা দিলেন কি না তার আর উল্লেখ নেই। এর থেকে এটা বলা যায় যে দেশের কাজ করতে হলে দেশের মানুষের পয়সায় তা করা উচিত। নেতাজি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া একটা সরকার পরিচালনা করেছেন সাধারণের দানের অর্থে। নেতার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে মানুষ অর্থ দিতে কার্পণ্য যে করেনি তা প্রবাসী ভারতীয়রা প্রমাণ করেছে। নেতাজি ওজনের সমান স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধানকে। নেতাজির সাহায্য নিতে কুণ্ঠাবোধ ছিল না। কারণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য যা যা প্রয়োজন তা হাসিমুখে তিনি করেছেন। এমন কী জীবনটা দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে দেখছি, আন্দোলনের জন্য ভোটের খরচের জন্য তারা মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য যেতেন। দেশে বন্যা হলে ত্রাণের জন্য চাল-টাকা পয়সা, জামা-কাপড় সংগ্রহ করতেন। বামপন্থীরা মানুষের সাহায্যে পার্টি চালাতেন। এটা সর্বজন বিদিত। বামেদের ক্ষমতা দখলের পর নেতাদের পরিবার পরিজনের উন্নতি দেখে কমরেডদের পোষাক থেকে চেহারা বা জীবনযাত্রা দেখে মানুষ তাদের প্রকৃত অভাব সম্পর্কে সন্ধিহান হন। তবুও অনেক দিন পর্যন্ত বামেরা তাদের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছিল। মানুষ ভালোবেসে

না দিলেও সরকারি ক্ষমতাকে সমীহ করে দিতে বাধ্য হতো। ধীরে ধীরে বঙ্গের রাজনীতিতে কৌটো সংস্কৃতি যখন বিলুপ্তির পথে, ঠিক তখন বিজেপি ডিবে হাতে পথে নামল। আমরা জানি, কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি কখনও পার্টির জন্য রাস্তায় দাঁড়ায়নি। পুঁজিপতিদের টাকায় এদের দল চলে। বিজেপি সব থেকে ধনী দল। কেমন ধনী দল তার একটা উদাহরণ দিই। প্রায় এক দশক আগে বিজেপির পার্টি অফিসের আলমারি থেকে ১০ কোটি টাকা চুরি যায়। খবরে প্রকাশ পায় যে বিজেপি এই চুরির জন্য কোনও এফআইআর করেনি। কত টাকা থাকলে ১০ কোটি চুরি গেছে যাক এই মনোভাব দেখাতে পারে একটা দল। শহিদ পরিবারকে সাহায্যে বিজেপির ফান্ডে টান পড়েছে একথা কেউ বিশ্বাস করে না। প্রশ্ন হল তাহলে বিজেপি রাস্তায় নামল কেন? পার্টি নেতৃত্ব হয় তো ভেবেছে এই ভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে। বিজেপি যা ভাবে বাংলার মাটিতে তা কার্যকর হয়না। তবে আমার মনে হয় বঙ্গ বিজেপির ভাগ্যই তাদের রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির যা বর্তমান অবস্থা তাতে করে তৃণমূলকে ক্ষমতায় রেখে কোন দলই তাদের হারাতে পারবে না। পুলিশ-প্রশাসন আর কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা যেভাবে সব কিছু হাতের মুঠোয় এনেছে সেখানে বিরোধী পরিসর বলতে টিভিতে টক শোটাই বেঁচে আছে। বাকী কোথায় নেই। যেখানে পরীক্ষায় না বসে সরকারি চাকরি পাওয়া যায়, সেখানে অন্য কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। কে বিরোধিতা করে মার খেতে যাবে? তাই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজমান। অন্য দিকে সরকারী বদান্যতায় অনেক মানুষ বেঁচে আছে তারা কেন অন্নদান থেকে সেধে বঞ্চিত হতে চাইবে। এখন প্রত্যেক বুথের হিসাব নেতাদের পকেটে ঘোরে- তাই জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বছরের পর বছর দিদিমণি বাংলার মসনদে থাকবেন। বঙ্গ বিজেপির নেতারাও এটা ভালো করে জানে। ভবিষ্যত নেই ভেবে একের পর এক এমএলএ দল ছাড়ছেন। কেউ কেউ অন্যের উপর দোষারোপ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা যে ভেঙে পড়েছে তা আদালতও স্বীকার করেছে। প্রতিদিন খুন-ধর্ষণ পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনা ঘটছে। বিজেপি নেতারা আশা করেছিল যে এবার ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ হবে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরীও সেই দাবি তুলেছে। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরে গেলেই মানুষ ভয় মুক্ত হবে। এবং দলটাও ভেঙে যাবার সম্ভাবনা আছে। বঙ্গ বিজেপির নেতারা আশায় বুক বেঁধেছিল এবার নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে। অমিত শাহের সফর সেই আশাকে আরও উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু মোদীর সেনাপতি সব আশায় জল ঢেলে দিয়ে গেলেন। তিনি কাশীপুরের মৃত কর্মীর বাড়িতে গেলেন। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন। কিন্তু কর্মী মিটিংয়ে পরিষ্কার বলে দিলেন যে ৩৫৬ নৈব নৈব চ। তিনি কর্মীদের মার খাওয়ার উপদেশ দিলেন। বললেন বিরোধী দলে থাকলে মার খেতে হবে। নিজের উদাহরণ টেনে বললেন মিথ্যা মামলায় হয়রানি হতে হবে। সর্বোপরি মমতা ব্যানার্জীর উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে মার খাওয়াটাই বিরোধের ভবিতব্য। বুথ স্তরে সংগঠন গড়ার উপদেশ দিলেন। যেমন মনে হল এই কথা কারোর মাথায় ছিল না। বুথ স্তরে সংগঠন গড়াটা যেন ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। মোদী যেভাবে প্রতিদিন গ্যাসের, তেলের দাম বাড়িয়ে জনগণকে সুরাহা দিচ্ছে তাতে করে জনগণ মোদীর হাতকে শক্ত করার জন্য মুখিয়ে আছে। শুধু বিজেপি নেতাদের যাবার অপেক্ষা। আসল কথাটা গোপনই রয়ে গেল- দিদি মোদী সেটিং করে চলছে। কিছু কর্মী মরবে, মিথ্যা মামলায় জের বার হবে, ঘর ছাড়া হবে ওটাকে মেনে নিয়ে চলতে হবে। আসলে দিনের শেষে বিজেপি নেতাদের পথে বসিয়েই চলে গেলেন। প্রতীক রূপে বিজেপি নেতারা হাতে কৌটো যে নিয়েছিল- তাই ভবিতব্য হয়ে রইল।

ফেসবুকে বিস্ফোরক বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাম না করে বিজেপি জেলা সভাপতিকে হিটলার কাফের বলে ফেসবুকে কটাক্ষ করেন নলহাটির বিজেপি নেতা অনিল সিং। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পর নলহাটি বিধানসভাকেন্দ্রে যে হিংসা হয়েছিল তাতে বিজেপি কর্মীরা ঘরছাড়া ছিল, অনেকের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। তখন জেলা সভাপতির ফোন দীর্ঘদিন সুইচ অফ ছিল বলে ফেসবুকে লেখেন অনিল সিং। জেলা সভাপতিকে হিটলার বলে উল্লেখ করে কোনো বিজেপি কার্যকতার খবর নেয় নি বলে অভিযোগ করেন। বিজেপি নেতা অনিল সিং-র ফেসবুক পোস্ট ঘিরে প্রকাশ্যে চলে এলো বীরভূম জেলা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১১, ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৩ সালে উপনির্বাচনে নলহাটি বিধানসভাকেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন অনিল সিং।

নানুরে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার পালিতপুর তেমাথা মোড় থেকে নম্বর প্লেটবিহীন মোটরসাইকেল থেকে একটা কার্বাইন মেশিন গান,একটা নাইন এমএম,একটা সেভেন এমএম,ওয়ান সিঙ্গেল সাটার সহ মোট আটত্রিশ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে নানুর থানার পুলিশ। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হলো – ফুলবাবু ওরফে আমিন শেখ এবং কেতুগ্রামের মিলন খান।

মাফিয়ারাজ রাজ্যজুড়ে বহাল তবিয়তেই

দেবাশিস রায় : একটা গণতান্ত্রিক সরকার আছে, প্রশাসনও আছে তবুও রাজ্যজুড়ে সমস্ত শ্রেণির মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান সর্বত্রই একই চিত্র। কয়লা থেকে শুরু করে লোহার ছাঁট, বালি, মাটি, মূল্যবান গাছ পাচার কার্যত সবেতেই মাফিয়াদের কার্যত অবাধ বিচরণ। চারিদিকে এই মাফিয়ারা নানা ছলেবলে কৌশলে ব্যক্তিগত অসংখ্য জায়গা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সরকারি জমিও দখল করে নিচ্ছে। তাদের লাগামছাড়া দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন জায়গায় কার্যত নদী-পুকুর-খাল-বিল পর্যন্তও চুরি হয়ে চলেছে। কোথাও রাতের অন্ধকারে, তো কোথাও দিনের আলোয়। রাজ্যজুড়ে এই মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তর পিছনে শাসকদলের ডাকাবুকো ও কেষ্টবিষ্টু নেতা-নেত্রীদেরই প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে বিভিন্ন মহল অনেকদিন ধরেই অভিযোগ তুলছে। এসব কিছু দেখেশুনে তারা বিস্মিতই শুধু নয় ব্যাপক ক্ষুব্ধও। তাদের আরও অভিযোগ, রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণেই মাফিয়ারা বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যজুড়ে মাফিয়াদের একটা বড়োসড়ো চক্র সক্রিয় রয়েছে। কয়লা, বালি, মাটি, ছাঁটলোহা সহ মূল্যবান ধাতু, মূল্যবান গাছপালা সহ বনজ সম্পদ, বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণী, সাপের বিষ সহ নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্র পাচার সহ বেআইনিভাবে জায়গাজমি দখল করে প্রোমোটারি কারবারেও জড়িয়ে রয়েছে মাফিয়ারা। এককথায়, রাজ্যজুড়ে এইসব মাফিয়া চক্রের মাধ্যমে কোটি কোটি কালো টাকার কারবার চলছে এবং এসবই সরকার এবং প্রশাসনের নাকের ডগায়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ওপর হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশকর্মীদের সামনেই মাফিয়ারা বুক ফুলিয়ে রাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন নদীর বুক থেকে প্রকাশ্যে বেআইনিভাবে মাটি, বালি

কেটে পাচার হয়ে যাচ্ছে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র কৌশলে বিভিন্ন পুকুর, খাল ভরাট করে একশ্রেণির কারবারিরা চড়া দরে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই জলাশয়গুলি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে কার্যত মজে যাচ্ছিল। সেই সুযোগে জমি-মাটির মাফিয়ারা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর পাশাপাশি প্রশাসনিক কিছু কর্তাব্যক্তিদের মদতে ওইসব মজতে থাকা জলাশয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভরাট করে মোটা টাকার প্রোমোটিং কারবার চালাচ্ছে। এরই পাশাপাশি নিজের স্বার্থে জমি-মাটি-বালি মাফিয়ারা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি রাস্তার পাশের নয়ানজুলি সহ খাল-ডোবা ভরাট করছে। কোথাও কোথাও তো ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকার বাহানায় পুরসভা সহ পঞ্চায়েতগুলো তাদের এলাকার শত শত টন ময়লা-আবর্জনা রাস্তার পাশের নয়ানজুলি সহ খাল- ডোবায় ফেলে ভরাট করছে। এতে একদিকে যেমন নিকাশিব্যবস্থার সর্বনাশ হচ্ছে সেইসঙ্গে পাশাপাশি থাকা বাসিন্দাদের জায়গারও নানাবিধ সুবিধা সহ ব্যবহারিক মূল্যও বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি, এই বেআইনিভাবে ভরাট হওয়া সরকারি জায়গা দেখিয়ে পাশেই থাকা ব্যক্তিগত জমির মূল্য রাতারাতি বাড়িয়ে ছলেবলে কৌশলে বিক্রি হয়ে চলেছে। শহরের পাশের রাস্তায় এদৃশ্যগুলি হামেশাই আমজনতা দেখতে পেলেও আশ্চর্যজনকভাবে কখনও স্থানীয় প্রশাসন কিংবা পুলিশ-প্রশাসনের নজরে পড়ে না। ফলে দিনের পর দিন জমি-মাটি-প্রোমোটারদের কারবারে রমরমা অবস্থা। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে এই মাফিয়ারাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল একটুআধটু সরব হলেও তাতে যে সরকার কিংবা প্রশাসনের ভ্রূক্ষেপ নেই সেটা নতুন করে না বললেও চলে। কারণ রাজ্যে একটা দায়িত্বশীল সরকার এবং পুলিশ-প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও দিকে দিকে যেভাবে মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে তাতে ব্যর্থতার প্রশ্নটাই প্রকট হতে বাধ্য। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠক সহ রাজনৈতিক সভায় যাবতীয় বেআইনি ও অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পাশাপাশি স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার তথা প্রশাসন চালানোর লাগাতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। তাও কীভাবে রাজ্যজুড়ে মাফিয়ারাজ সক্রিয় সেটার উত্তর কী দিতে পারবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, জানতে চায় সুশীলসমাজ।

ট্রেলার শুরু

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ড্যামেজ কন্ট্রোলে আরও তৎপর হবে। কোনো দুর্নীতি অন্যায়কে আর প্রশ্রয় দিতে নারাজ শাসক দল। মানুষের মনে আস্থা ফেরাতে হবে- আইনের চোখে সবাই সমান। সূত্রের খবর শাসক দল পঞ্চায়েত ভোট অবাধ ও সুষ্ঠভাবে করাবে। কারণ ২০২৪-এ বড় লড়াই। ২০১৮ সালের ভুলের পুনরাবৃত্তি তৃণমূল কংগ্রেস আর করবে না। আগামী ২১-২২ মে নাগাদ ব্লক কমিটি ঘোষণা হতে পারে। সেখানেও নাকি শিক্ষিত এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষদেরই গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রতিটি ব্লকে গোপনে নেতা-নেত্রীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খোঁজ রাখছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাছাড়া জেলা গোয়েন্দা দফতরের মাধ্যমেও নাকি খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো সারা রাজ্যের নেতা নেত্রীদের খবর রাখেন। তৃণমূল সুপ্রিমো বসে যাওয়া পুরানো কর্মীদের আবার তুলে আনতে চাইছেন বলে সূত্রের খবর।

ফিরল পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের উদ্যোগে এবার কেরল থেকে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ ফিরলো তাঁর দেশের বাড়িতে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলা থানার অন্তর্গত বাইশহাটার পশ্চিম যৌথিয়া গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এক পরিযায়ী শ্রমিক আর সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃতের নাম আলতাফ হোসেন মোল্লা (৩১)। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ৬ মে কেরালার কোঝিকোড় জেলার নাদাপুরাম থানার অন্তর্গত তানিয়া পানডুল এলাকায় ওই শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী আলতাফ ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালাতো। গত লকডাউনের সময় সেই কাজ হারিয়ে বাড়িতে বসে ছিল। আর বাজারে বেশ কিছু ধার দেনা হয়ে গেছিলো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ধার দেনা শোধ করার জন্য গত ২৪ এপ্রিল বাইশহাটার বাড়ি থেকে কেরালায় যায় কাজ করতে। আর সেখানেই ঠিকা শ্রমিকের কাজ চলাকালীন আচমকা অসুস্থ বোধ করায় তার সঙ্গীরা তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং

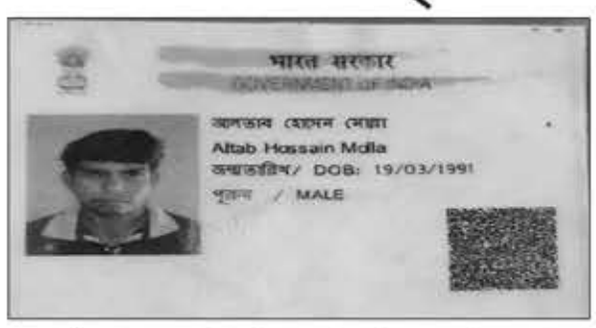

সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে তার স্ত্রী জান্নাতুন মোল্লা। ভিন রাজ্য থেকে স্বামীর মৃতদেহ কীভাবে আনা হবে সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে যায় মোল্লা পরিবারের সদস্যদের। এরপর স্থানীয় মানুষ জন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডলের দ্বারস্থ হন সাংসদ প্রতিনিধি জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হকের মাধ্যমে এবং খুব দ্রুততার সাথেই মৃতদেহ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন দঃ ২৪ পরগনার জেলাশাসক পি উলগানাথন থেকে শুরু করে কেরল সরকার। সাংসদ ও সাংসদ প্রতিনিধির চেষ্টায় অবশেষে সোমবার ভোররাতে কলকাতার দমদম বিমানবন্দর হয়ে মৃতদেহ বাইশহাটার পশ্চিম যৌথিয়া গ্রামে পৌঁছায় এবং প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই তাঁর মৃতদেহ আসার পরেই কান্নার রোল পড়ে যায় গ্রামে। এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। এব্যাপারে সাংসদ প্রতিনিধি জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক বলেন, সাংসদের মানবিক কাজ এর আগেও লকডাউনে এলাকার মানুষ দেখেছেন। তার মাধ্যমে অনেক পরিযায়ী শ্রমিক লকডাউনে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন এখনো তার মানবিক মুখটা আবার সামনে চলে এলো। তিনি তার চেষ্টায় কেরল থেকে ওই মৃত পরিযায়ী শ্রমিক মৃতদেহ তার দেশের বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করে এবং সেখানেই তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। এলাকার মানুষজন জানান সাংসদ ও তাঁর প্রতিনিধির এই ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আমরা খুব দ্রুততার সাথে ভিন রাজ্য থেকে আমাদের ঘরের ছেলের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে পারলাম।

পুরসভা পৌঁছে যাবে দরজায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ : রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাতেই 'দুয়ারে পুরপ্রশাসন'কে ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে। মানুষকে আর পুরসভার দরজায় গিয়ে পরিষেবা নিতে হবে না। তাঁদের পুরভবনে আসার প্রয়োজন হবে না। অত্যাধুনিক টেকনোলোজির সাহায্যে তাঁরা সমস্ত পুর পরিষেবা বাড়িতে বসেই পাবেন। পুর প্রশাসন পরিষেবা নিয়ে তাঁদের দরজায় দরজায় হাজির হবেন। শুক্রবার বিকালে বারুইপুর পুরসভার নবনির্মিত পুরভবনের উদ্বোধন করতে এসে এমন কথা বললেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন তিনি বিরোধীদের নাম না করে একহাত নিয়ে বলেন, রাজ্যে এতো কাজ হচ্ছে তা দেখতে না পেয়ে যারা কুৎসা করছেন তাঁরা পিছিয়ে যাবেন। আর যারা কাজ করছেন তাঁরা মানুষের আশীর্বাদ পেতেই থাকবেন। তিনি জানান, এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পুরভবন তৈরি করা হলেও আমি চাই মানুষকে পরিষেবা নিতে আর

পুরভবনে যেন আসতে না হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে উলোট পুরান করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন মানুষকে পরিষেবা পেতে সরকারি কার্যালয়ে ঘোরাঘুরি করার প্রয়োজন নেই। সরকারই পরিষেবা নিয়ে তাঁদের দুয়ারে পৌঁছাবে। পুর পরিষেবার ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেটাই করতে চাইছি। আর পরিষেবা নিতে মানুষকে পুরভবনে আসার প্রয়োজন নেই। দুয়ারে পুরপরিষেবা নিয়ে হাজির হবে পুর প্রশাসন। আগামী দিনে রাজ্যের সব পুরসভাতেই দুয়ারে পুর পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। মানুষ জলের সংযোগ পেতে চাইলে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করতে চাইলে তাও অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। অভিযোগ জানাতে চাইলে তাও অনলাইনে জানাতে পারবেন। পুর আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে ছুটে যাবেন। জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে অ্যাপ চালু করা হয়েছে। সবই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হবে। প্রযত্নেজনে বারুইপুর পুরসভা সেরকম কাজ করলে সেটা কপি করে কলকাতা পুরসভায় ব্যবহার করা হবে। কেএমডিএ থেকে বারুইপুর পুরসভার নতুন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ভবনটি তৈরি করা হয়েছে। এদিন সেই ভবনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান ব্যানার্জী। ছিলেন যাদবপুরের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, পুরপ্রধান শক্তি রায়চৌধুরী, উপ পুরপ্রধান গৌতম দাস, জেলার পুলিশ সুপার পুষ্পা সিং, মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার সহ পুরপিতা ও মাতারা। অনুষ্ঠান শেষে বিজেপি কর্মীর মৃত্যু নিয়ে আদালতের রায়ের বিষয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আদালতের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করবো না। তবে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে যা করা হলো তা অন্যায়। এদিন এই অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি তাঁর বক্তব্যে রাজ্যপাল তাঁর কাজ দিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেন।

করিতে গৌরব

প্রথম পাতার পর

না হলে যে পুরস্কারের বিচারকদের নাম স্বচ্ছতার সঙ্গে বলা যায় না, যে পুরস্কার কেন দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে নিজেরাই বিভ্রান্ত সেই পুরস্কারের জন্য বর্তমানে বাংলার সবচেয়ে সংবেদনশীল নামটি বিবেচিত করা কেন? সন্দেহ হয় জেনে বুঝে হেনস্থা করার এ কোনো গভীর ষড়যন্ত্র নয় তো! ঘটনার অভিঘাতে সম্ভবত ক্ষুরধার রাজনৈতিক মস্তিষ্কের অধিকারিণী মমতা ব্যানার্জী নিজেই হকচকিয়ে গিয়েছেন। তাই নিজের হাতে গ্রহণ করেন নি পুরস্কার। শুধু সবার সামনে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি এই যা।

তবে বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে যথোচিত ব্যবস্থা নিয়ে এখনই এই বিতর্কের অবসান করা দরকার। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর পদটি কোন ব্যক্তির বা দলের সম্পত্তি নয়, এটি বাংলার আপামর মানুষের। সেই পদের অপমান ভারত তথা বিশ্বের কাছে বাংলার মুখ পোড়াচ্ছে। বিশ্ববাংলার উদ্গাতা মমতা ব্যানার্জী যতই বাংলাকে আন্তর্জাতিক করা চেষ্টা করুন না কেন এই সব তোষামুদেদের জন্য তা বারবার বানচাল হয়ে যাচ্ছে। বাংলার সংস্কৃতির পরিপন্থী এইসব কুশীলবদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে বিসর্জন দেওয়া দরকার। তবেই বাংলা আবার বিশ্ব বাংলায় পরিণত হবে।

বেহাল দশা

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে ওই জায়গার নাম নিয়ে পঞ্চায়েতে জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই জায়গার নলকূপ বসানো হবে। তবে ওই এলাকায় পাশাপাশি ২০০ মিটারের মধ্যে দুটি নলকূপ রয়েছে। যতটা পানীয় জলের সমস্যা বলা হয়েছে ততটা সমস্যা নেই ওখানে।

পাড়ায় পাড়ায় পানীয়জল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরম পড়তেই তীব্র জল সংকটে গ্রাম বাংলার মানুষ। আর এই জল সংকট মেটাতে এবারে এগিয়ে এলো বিধায়ক ও পঞ্চায়েত প্রধান। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের সহায়তায় জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের

বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্নেহাশিস নাইয়ার উদ্যোগে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাড়ায় পাড়ায় পানীয় জল সরবরাহ করার কাজ শুরু হলো ঈদের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে। দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক প্রবণ জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ১২টি পঞ্চায়েতে জনস্বাস্থ্য দপ্তরের আর্সেনিক মুক্ত জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছিল। প্রয়োজনের তুলনায় জল কম আসার কারণে ও জলের গতি কমে যাওয়ায় এই এলাকার কয়েকহাজার মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে বহড়ু মল্লভপুর এলাকায় গত দু'বছর যাবৎ জলের ট্যাঙ্কটি বিপদজনক অবস্থায় থাকার ফলে তা ভেঙে ফেলায় আরো চরম জল সংকটে পড়ে এই এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। এখন ওই জায়গায় নতুন ট্যাঙ্কের কাজ শুরু হবার পথে তবুও যত দিন পর্যন্ত না এই জলের ট্যাঙ্ক তৈরি হচ্ছে ততদিন এলাকার মানুষকে এইভাবে পানীয় জলের সুবিধা দিতে এগিয়ে এলেন খোদ প্রধান। এব্যাপারে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্নেয়াশিস নাইয়া বলেন, দক্ষিণ বারাশত দাস পাড়ার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জলের রিজার্ভার থেকে পলি ট্যাংকের মাধ্যমে মোটর ভ্যানে করে এখন প্রতি পাড়ায় পাড়ায় ঈদের দিন থেকে এই জল পরিষেবা দেবার কাজ শুরু করা হয়েছে। বহড়ু এলাকায় আপাতত ছটি গাড়িতে এই জল পরিষেবা দেওয়ার কাজ চলছে। দু এক দিনের ভিতরেই মোট ১২ টি গাড়ির মাধ্যমে এই পানীয় জল সরবরাহ করা হবে গ্রামের সব বুথ এলাকায়। প্রতিদিন একবার করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এই জল দেওয়ার কাজ চলবে। ইদানীং বহড়ু ক্ষেএ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কিছু পানীয় জলের নলকূপ খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই এলাকায় জলের সংকট বেশি দেখা দেওয়ায় এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। বুধবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, প্রধান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই জল পরিষেবার কাজের তদারকি করছেন। আর এই গরমে হাতের কাছে এই জল পরিষেবা পেয়ে খুশি এলাকার মানুষজন। এ দিন জল নিতে আসা স্থানীয় গ্রামের মহিলারা বলেন, আমরা খুশি পঞ্চায়েতের এই ধরনের কাজে।

ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে ইছামতী

প্রথম পাতার পর

আসলে মাথাভাঙা নদীরই নিম্নাংশ হল ইছামতী। নদিয়ার মাঝদিয়ার কাছে পারাখালি মৌজায় ১৮৮ নম্বর রেলব্রিজ তৈরির সময়ে নদীর মধ্যে বোল্ডার ফেলে বাঁধ দেওয়ায় মাথাভাঙা ও ইছামতীর মিলন স্থল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। চড়া পড়ে যায় প্রায় ১০ কিমি নদী পথে। প্রায় একশো কিমি ইছামতী নদীখাত আজ হাজামজা ছাড়া আর কিছু নয়। নিম্ন অববাহিকার প্রায় ১৫০ কিমি অংশে জোয়ার ভাটার প্রায় রয়েছে। এখন কোটালে গাইঘাটা পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের জল জোয়ারে ঘন্টায় প্রায় ৯০ কিমি গতি বেগে প্রবেশ করে ভাটায় প্রায় ৫ ঘন্টা গতিবেগে ফেরত যায়। ফলে জোয়ারে যে পরিমাণ পলি ঢোকে তা ভাটার গতিবেগ অত্যন্ত কম থাকায় ফিরে যায় না। ফলে নাব্যতা হ্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগত।' আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বনগাঁ শহরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ইছামতী নদী স্রোতহীন হওয়ার ফলে কচুরি পানা ভর্তি হয়ে যায়। বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে মাঝে মধ্যে পরিষ্কার করানো যায়।

কিন্তু নাব্যতা হারানোর ফলে ক্রমশ মজে যাচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে এই নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি সহ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে প্রবহমানতা হারিয়ে যাবে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেই সংশ্লিষ্ট শহর প্লাবিত হয়ে বন্যা কবলিত হবে।'

বাসন্তীতে উদ্ধার বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার ও সংবাদ শিরোনামে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। সেখানে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের অস্ত্র ভান্ডারের খোঁজ পেলো বাসন্তী থানার পুলিশ। বেআইনি অস্ত্র ভান্ডার থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র।

পুলিশ সূত্রের খবর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাসন্তী থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে, স্থানীয় ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর গরানবোস এলাকায় মঞ্জুর শেখ এর বাড়িতে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলাকার শামীম শেখ,৭ নম্বর গরানবোসের আলতাব লস্কর,৯ নম্বর গরানবোসের বনি আমিন এবং ১০ নম্বর গরানবোসের কুতুব শেখ সহ বেশকিছু দুষ্কৃতি জমায়েত হয়েছে। হতে পারে এলাকায় কোন বড় ধরণের ঝামেলা।

গভীর রাতে এমন খবর পেয়েই বাসন্তী থানার পুলিশের ঘুম উবে যায়। মুহূর্তে থানার আইসি

আব্দুর রব খানের নেতৃত্বে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায়। পুলিশ পৌঁছাতে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের কড়া নজরদারীতে হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় শামীম শেখ নামে এক দুষ্কৃতি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে রাতেই মঞ্জুর মোল্লা বাড়ির পিছনে একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র। পাশাপাশি অপর একটি পুকুরের পাড় থেকে এক ব্যাগ তাজা বোমা উদ্ধার করে বাসন্তী থানার পুলিশ। অন্যদিকে পালিয়ে যাওয়া দুষ্কৃতিদের ধরতে এলাকায় চিরুনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

বাসন্তীর ঘটনা নিয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার নব নিযুক্ত পুলিশ সুপার শ্রীমতি পুষ্পা এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছে বাসন্তীর গরাণবোস এলাকা থেকে ৮টি বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪টি লম্বা বন্দুক, ৩টি রিভলবার ও একটি পিস্তল সহ ২৯ রাউন্ড কার্তুজ এবং একটি ব্যাগে রাখা দশ বারোটি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা বোমা নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোম্ব ডিজপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। ধৃত দুষ্কৃতীকে শুক্রবার আদালতে তোলা হবে এবং ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো তথ্য জানতে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে আদালতে।

পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রথম সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ পুর কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে উন্নয়ন পর্ষদ পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রথম রাজ্য সম্মেলন রবীন্দ্র তীর্থ নিউটাউনে অনুষ্ঠিত হলো। উদ্বোধক রাজ্য আইএনটিটিইউসি সভাপতি এবং ফেডারেশনের চেয়ারম্যান মাননীয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্য উপদেষ্টা রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, ফেডারেশনের সভাপতি সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, সাধারণ সম্পাদক আশীষ দে, সাংগঠনিক সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ এবং সন চক্রবর্তী, মুখপাত্র আশিস চ্যাটার্জি, রাজ্য উন্নয়ন পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক কৌশিক ঘটক এবং রাজ্য উন্নয়ন পর্ষদের সম্পাদক রাজু

ভৌমিক, সহ নেতৃবৃন্দ এবং সারা রাজ্যের কর্মীবৃন্দ। এই কনভেনসনে পুর নাগরিকদের সুবিধা এবং অসুবিধা ছাড়াও তাদের ভবিষ্যত এবং তাদের আর্থিক দিককার কথা চিন্তা করা হয়। এই কনভেনসনে বক্তব্য রাখলেন কলকাতার সব হেভিওয়েট নেতৃত্বের সাথে সাথে শিলিগুড়ির বিশ্বময় ঘোষ। যিনি বর্তমানে রাজ্য তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সেক্রেটারি। এদিন তিনি সৌগত রায় এবং ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়ের সাথে বক্তব্য রাখেন।

আতঙ্কে মানুষ

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঝড় এলে সরকারের নদী বাঁধের কথা মনে পড়ে। প্রায় একটি বছর কেটে গেছে বাঁধের স্থায়ী কাজ করানো হয়নি। বারবার প্রশাসনের কাছে আবেদনও রাখা হয়েছিল কিন্তু স্থায়ী বাঁধ হয়নি। আবার যদি সেই স্মৃতি ঘুরে আসে তাহলে কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, এই চিন্তায় তারা মগ্ন। যদিও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত নদী বাঁধের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে এলাকাগুলিতে। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে।

মহানগরে

সুখের খোঁজ দেবে মাইক্রোস্কোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবসের প্রাক্কালে কলকাতা প্রেস ক্লাবে রোটারি ইন্টার ন্যাশনাল ও ডিস্ট্রিক্ট থ্যালাসেমিয়া এরাডিকেশন কমিটির (ডি-৩২৯১) উদ্যোগে ৭ মে তাদের থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা বিষয়ক প্রচার অভিযান উপলক্ষে প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী, রাজীব শর্মা, অজয় কুমার ল, হীরালাল যাদব, জ্যোতিষ রায়ের মতো বিশিষ্ট রোটারিয়ানদের উপস্থিতিতে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. রামেন্দু হোমচৌধুরী থ্যালাসেমিয়া মুক্ত পৃথিবীর জন্য বিয়ের আগে ঘটক বিচারের চেয়ে পাত্রপাত্রীর রক্ত পরীক্ষার আবশ্যকতার ওপর জোর দেন।

থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত বংশগত রোগ। মূলত থ্যালাসেমিয়া রোগীর অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকার জন্য অক্সিজেন বহন করতে পারে না, যেটা এই রোগের জটিলতা। কিন্তু এই রোগটি সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ নয়। যখন কোনো একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক আরেকজন থ্যালাসেমিয়া বাহককে বিয়ে করেন তখনই তাদের সন্তানদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া রোগে

আক্রান্ত হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোনো অসুখই নয়। থ্যালাসেমিয়া বাহকরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। প্রাক্-বিবাহ যে কোনও বয়সেই থ্যালাসেমিয়া রক্ত পরীক্ষা করা যায়। এই রক্ত পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত বিবাহের সদ্ধিক্ষণে। বিবাহ পরবর্তী সন্তানধারণের পূর্বে। তবে সবচেয়ে ভালো ছাত্রাবস্থায় এই পরীক্ষা করানো। সতর্ক থাকতে হবে দু'জন থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে বিয়ে না হলেই পরবর্তী প্রজন্মকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত রাখা যায়। আর থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ধারণের জন্যই প্রয়োজন রক্ত পরীক্ষার। বিবাহের পর স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যদি দেখা যায়। একজন বাহক, তাহলে অবশ্যই অন্যজনের রক্ত পরীক্ষা করাতেই হবে। থ্যালাসেমিয়া রক্তের বংশগত রোগ। যাদের পরিবারে থ্যালাসেমিয়া রোগী আছে, সেই পরিবারের রক্ত পরীক্ষা করুণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কোনও থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ইউনিটে মাত্র ২০০ টাকায় যে কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্ক্রিনিং টেস্ট করাতে পারবেন। থ্যালাসেমিয়া রোগীর বাবা, মা, ভাই বোনদের সম্পূর্ণরূপে বিনা পয়সায় স্ক্রিনিং টেস্ট করা হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অল্প টাকায় স্ক্রিনিং টেস্ট করানো যায়। এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন হাসপাতালে সহজেই রক্ত পরীক্ষার করে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা জানা যেতে পারে।

নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন কলকাতা, পশ্চিমবাংলার উদ্যোগে দ্য ফার্ন রেসিডেন্সিতে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল ৯ মে থেকে ১১ মে ২০২২। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের বিষয় ছিল নেহরু যুব কেন্দ্র পরিচালিত নমামী গঙ্গের প্রজেক্টের যুবাদের সংযুক্তিকরণ। মালদা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (বারাসত), পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া , হাওড়া জেলা এবং রাজ্য প্রজেক্ট সহকারীসহ প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত মোট ১১ জন এই ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। গঙ্গা দূষণ এবং এই দূষণকে কি ভাবে দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সুব্রত হালদার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র, ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গর্ভনমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডঃ বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, চেয়ারম্যান এস. এ. আই.আর.ডি অশোককুমার সান্যাল পশ্চিমবঙ্গ বায়ো ডাইভারসিটি বোর্ড, রতন বসু, এনজিও কনসালটেন্ট কামিনী গুছাইত, সোসাল ওয়ারকার, সোমনাথ সিংহরায়, চাইল্ড ফান্ড, ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামএ প্রশিক্ষণ দেন। নন্দিতা ভট্টাচার্য, রাজ্য নির্দেশক পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান নিকোবর এবং বিনয় দাস রাজ্য প্রজেক্ট সহকারী, নমামী গঙ্গে এবং বিনয় কুমার, রাজ্য নির্দেশক, এন এস এস, পশ্চিমবঙ্গ উপস্থিত ছিলেন।

পথকুকুরদের নির্বীজকরণ কর্মশালায় কাউন্সিলরদের অনীহা

বরুণ মণ্ডল : কোভিড কালে গত দু'বছর যাবৎ পথকুকুরদের জলাতঙ্ক-নিরোধক টিকা দেওয়া ও পথকুকুরদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকায় কলকাতা পুর এলাকা পথকুকুরের সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি এবং তার ফলে তাদের খাদ্য সমস্যায় অভাব-অনটনের ফলে পথকুকুররা পথচারীদের আক্রমণ করে কামড় দেওয়ার হার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সেটা বোঝা যায় কলকাতাস্থিত বিভিন্ন স্তরের সরকারি হাসপাতালের জলাতঙ্ক-নিরোধক টিকাকরণ (অ্যান্টি রাবিস ভ্যাকসিন) গুলিতে মানুষের লাইনের বাড়বাড়ন্ত দিকে লক্ষ্য করলে ও টিকাকরণ কেন্দ্র গুলি একটু খোঁজখবর নিলেই বুঝতে পারা যায় পথকুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাটা কী হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইজন্যই পথকুকুরদের কামড়ের থেকে কলকাতাবাসীদের রক্ষা করতে জলাতঙ্ক-নিরোধক টিকা দেওয়া ও নির্বীজকরণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ১০ মে স্টার থিয়েটারের কর্মশালায় কলকাতা পুরসভার ১৪৪ জন পুরপ্রতিনিধির মধ্যে মাত্র কয়েকজন উপস্থিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ওয়ার্ডস্থিত পথকুকুরের অত্যাচার

ও পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পুরপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল হতে হয়। তাই আজকের কর্মশালায় সমস্ত পুরপ্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকাটা জরুরি ছিল।

উপ-মহানাগরিক তথা পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানান, রাজ্য সরকার তথ্যানুযায়ী কলকাতা পুর এলাকার প্রায় ৮৪ হাজার পথকুকুর রয়েছে। তার মধ্যে ওই ৮৪ হাজার পথকুকুরকেই জলাতঙ্ক-নিরোধক টিকাদান ও ৪২ হাজার পুরুষ কুকুরের নির্বীজকরণ (লাইগেশন) চলতি মাসের শেষ দিকে শুরু হবে। আগামী ছ'মাস যাবৎ প্রতি মাসে আড়াই হাজার নির্বীজকরণ ও পাঁচ হাজার জলাতঙ্ক-নিরোধক টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডে শিবির করে মাসে তিনবার করে ওয়ার্ডে বিশেষ অভিযান চলবে। এর ফলে অতি দ্রুততার সঙ্গে পথকুকুরের যে সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সংখ্যাটা কিছুটা রোধ করা যায়। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর কলকাতা পুরসভাকে এক কোটি দু'লক্ষ টাকা দিয়েছে। এবং কলকাতা পুরসভার অধ্যক্ষা সাংসদ মালা রায় পাঁচটি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন। এছাড়া কলকাতা পুরসভার একাজে ছ'টি অ্যাম্বুলেন্স আছে।

এদিকে কলকাতা পুরসভার যে দু'টি ডক পাউন্ড আছে তার একটি ধাপা ডক পাউন্ডে কুকুরদের জন্য জায়গার অভাব দেখা দেওয়ায় তারাতলা এলাকার ভাটিচালায় আরও একটি ডগ পাউন্ড তৈরি করা হবে। তার ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর থেকে অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে।

অন্যদিকে, কলকাতা পুরসভা কুকুরদের জন্য কলকাতা পুর এলাকায় সমাধিস্থল তৈরি করতে চায়। এজন্য এদিন কর্মশালায় উপস্থিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের কাছে জমি চেয়ে কলকাতা পুরসভার তরফে আবেদন করা হয়েছে।

সনাতনী ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সনাতন ধর্মের ভক্তদের মধ্যে তামসিক ভাবনা বেশি দেখা যায়। সমাজে কিশোর—কিশোরীরা তো বটেই বড়দের মধ্যেও ধর্মের সাত্ত্বিক ভাবনা লুপ্ত পেয়েছে। আর সেই জায়গায় তামসিক নাচ-গান বিকৃত

অঙ্গ-ভঙ্গি অবৈজ্ঞানিক ধর্মাচরণের প্রভাব দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে কলকাতায় সনাতন আশ্রয় ও সনাতন ধর্মীয় কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের যুবক-যুবতী ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সত্য, যুদ্ধ ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানদান করার জন্য উদ্যোগ একটি ছোট্ট আশ্রমের উদ্যোগে কলকাতার ঢাকুরিয়া যাদবপুর এলাকায় এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সত্য ও সাত্ত্বিক ধর্ম প্রচারে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জনরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী তার বক্তব্যে বলেন, সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অর্থের অপচয় কমিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তার করতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বাংলা তথা ভারতের উন্নয়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, তাদের আশ্রয় হিন্দু মুসলমান সবাই সবার ভাইয়ের মতো এক সঙ্গে থাকতে চায়।

রাজ্যে নতুন দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন দলের আগমন ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালির মন জয় করতে 'হিন্দুস্থানী আওয়াম মোর্চা' (সেকুলার) এই দল ঘুটি সাজাতে শুরু করেছে। সর্বভারতীয়

সভাপতি ড. সন্তোষকুমার সুমন বিহারের বিধান পরিষদের নিযুক্ত হওয়া তফসিলি ও অনগ্রসর জাতির মন্ত্রী। কলকাতার ঝটিকা সফরে বাংলার বিভিন্ন লোকদের নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশের জন্য পরিকল্পনা শুরু করলেন।

আমাদের দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, যে সব মানুষেরা অবহেলিত, যাদের কথা কেউ বলে না, তাদের তুলে ধরতে এই দল নীতি আদর্শের সাথে এগিয়ে যাবে। সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষরা যাতে নিজেদের লড়াই নিজে লড়তে পারে সেই ভাবে তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব হবে আমাদের এই দলের। আমাদের দল এখনই কারোর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলবে তা ভাবার কোনও অবকাশ নেই কারণ দলটাকে তৈরি করতে হবে এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোই হবে আমাদের মূল মন্ত্র। এখানকার শাসক দল গণতন্ত্রকে উপহাসে পরিণত করেছে। আমরা চেষ্টা করবো বাঙালিকে উদ্ধার করতে। তাই জুনের কোনও এক সময়ে বেশ কিছু যোগদান কর্মসূচিও চলবে। সম্ভবত, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল সহ বিভিন্ন দল থেকে এই কর্মসূচিতে সামিল হয়ে আমাদের হাত শক্ত করবে। বিহারে যদিও আমরা এনডিএর সঙ্গে রয়েছি পশ্চিমবঙ্গকে উদ্ধারের জন্য আমরা একা লড়ার পথ বেছে নিয়েছি।

এখন দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গে 'হাম' কতোটা মানুষের মন জয় করতে পারে। পরবর্তীকালে বোঝা যাবে রাজনৈতিক সমীকরণের চিত্র।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

লেন্স বার্তা

বন্দী : প্লাস্টিকের প্যাকেটে বন্দী বেহালা পশ্চিমের প্রধান নিকাশি বেগোর খাল। ছবি – বরুণ মণ্ডল

কলকাতার রাস্তায় রিক্সাওয়ালী।

বেলাশেষে কাজের টাকার হিসেব, দমদম স্টেশনে।

না না, ভুল ভাববেন না। এটা কোনো বাজার নয়, নাগেরবাজার চত্বরের ফুটপাথ। ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

ওল গাছের ফুল দেখতে ভিড়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর তালদি নস্কর পাড়া। সেখানেই জনৈক মহেশ নস্করের বাগানের একটি ওল গাছে বিরল প্রজাতির ফুল ফুটেছে। সাত সকালে এমন কান্ড নস্কর

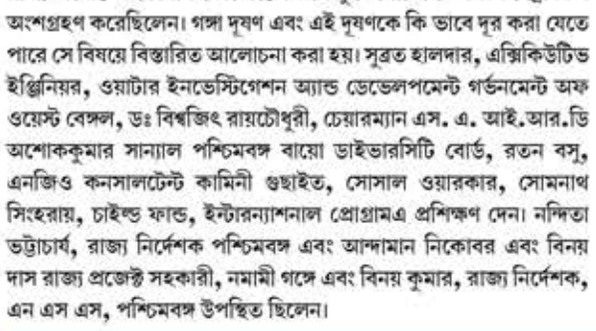

পরিবারের সদস্যদের নজরে পড়তেই হইচই শুরু করেন। এটা ওল গাছের ফুল নয়,অন্য কিছু। বেলা বাড়ার সাথে সাথে এমন খবর এলাকায় চাউর হতে থাকে। সাধারণ মানুষজন বিরল ফুল দেখার জন্য ভিড় জমাতে শুরু করেন। কেউ কেউ আবার বলতে থাকেন এটি ওল গাছেরই ফুল। যেমন ডুমুর গাছের ফুল দেখা যায় না, তেমনই ওল গাছেও ফুল ফুটতে দেখা যায় না। এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার।

যদিও সে সব কথায় কর্ণপাত করতে রাজি নন উত্তর তালদির নস্কর দম্পতি। তাঁরা রীতিমতো এলাকাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পুজোর আয়োজন করেন। উলু ধ্বনি দিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে ফুল, ধূপ বাতাসা দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। নস্কর পরিবার গৃহবধূ কাকলি নস্কর জানিয়েছেন আমরা তো মনসা গাছকে পুজো করে থাকি। তেমনই আশ্চর্যজনক ফুলটি ফুটেছে হয়তো কোনও দেবতার অঙ্গ হিসাবে। জীবনে তো কোনও দিনই এমন কান্ড দেখা যায় নি। যে যাই বলুক ফুলটি যত দিন থাকবে আমরা পুজো দেবো। এলাকার কয়েকজনের দাবি, এটা ওল গাছ। সাধারণত ওল গাছের ফুল হয় না। বিরল ভাবে কয়েকটি গাছে এমন ফুল ফুটতে দেখা যায়। আশ্চর্যের কিছুই নেই। বিগত প্রায় পাঁচ বছর আগে বাসন্তী থানার চোরাডাকাতিয়া গ্রামে এক বাড়িতে এমন ধরনের ফুল ফুটে ছিল। পরে জানা যায় সেটি ওল গাছের ফুল।

তবে যাই হোক না কেন বিরল এই ফুল দেখতে প্রচুর মানুষজন নস্কর পরিবারের বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন। তাদের সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নস্কর পরিবারের লোকজনদের।

সাগরদ্বীপে তারা মায়ের আবির্ভাব

সাগরদ্বীপের কমলপুর গ্রামে তারা মায়ের আবির্ভাব, নবনির্মিত মন্দিরের শুভ দ্বারোদঘাটন ও তারা মা প্রতিষ্ঠা-র প্রথম বর্ষ অনুষ্ঠিত হলো। এই তারা মায়ের মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন সাগরের বিধায়ক ও সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তর এর পূর্ণ মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এই তারা মায়ের মন্দির বরেন্দ্র স্মৃতি ও সর্বশক্তি সম্পাদক সজল মান্না বলেন আগে এখানে ছোটখাটো ভাবে পুজো করতাম, পরে মন্দির করলাম, এই মন্দির তৈরির জন্য ১৭ শতক জমি দান করেছেন বরেন্দ্রনাথ জানা। বর্তমান তিনি পরলোকগমন করেছেন। তারপর কলকাতার চেতলা নিবাসী আশুতোষ ঘোষ। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। আমাদের সাগরদ্বীপের সঙ্গে প্রায়

৩০ বছরের সম্পর্ক। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ তারা মায়ের ভক্ত। তাঁরা এই কমলপুর গ্রামে একটি তারা মায়ের মন্দির তৈরি করবেন বলে প্রস্তাব দেন। আমরাও সম্মতি দেই। তিনি নিজে ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তারা মায়ের যে প্রত্যেকটি অমাবস্যায় পুজো রান্না হবে এই ভোগ রান্নার জন্য মৃন্ময় ঘোষ এক লক্ষ টাকা দিয়ে রান্না ঘর তৈরি করে দিয়েছেন তাঁর ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, ঘোষ পরিবার নামে। তাই আজ এর শুভ উদ্বোধন। চলবে ২৪ বৈশাখ পর্যন্ত। সাগরদ্বীপে এই প্রথম তারা মায়ের মন্দির। আজ এখানে আমরা প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষের দুপুরে নর নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া এখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীম স্বামী জিতাত্মানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, গঙ্গাসাগর। ভাগ্যধর বারিক সাহিত্যিক। শান্তনু গায়েন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক। জয়দেব দাস জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক। মধুসূদন ঘড়ুই অবসরপ্রাপ্ত জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক। সুরস্বর্গ মিউজিক কলেজের অধ্যাপিকা প্রতিমা গিরি প্রমুখ।

জয়দেব আচার্য

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগের মধ্যে গত ৮ মে পালিত হল বিশ্ব নারী দিবস। সেই দিনেই বেহালা ১৪ নম্বরের কাছে ধরা পড়ল আশ্রয়হীন মায়ের এক টুকরো ছবি যাঁর শিশু কোলে মঞ্চযাপন।

তথ্য ও ছবি : অরুণ লোধ

এবার চশমার হালকা ফ্রেম

আধুনিক টেকনোলজিতে পরীক্ষিত সফট দৈনন্দিন ব্যবহারে উপযুক্ত দেল মার্টিও কোম্পানির তৈরি চশমার ফ্রেম বাজারে আসতে চলেছে। ৬ মে কলকাতায় উইনিং লুকস নামক প্রোডাক্টের উদ্বোধনে সাংবাদিক সম্মেলনে কোম্পানির আধিকারিক পাপিয়া ভাদুড়ি জানান, নিশ্চিন্তে পাঁচ বছর সর্বক্ষণ ব্যবহারে এই স্বল্প ওজনের চশমার ফ্রেম যেমন আরামদায়ক তেমনই টেকসই। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই চশমার ফ্রেমের মডেলও উপস্থিত ছিলেন।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

দুর্গাদাস সরকার

করোনা রুখতে বীরবল সূত্র

একদা আকবরের সভায় বীরবলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল একটা সরলরেখাকে না কেটে কীভাবে ছোট করা যায়। বীরবল রেখাটির তলায় আর একটা বড় রেখা টেনে তুলনামূলক প্রশ্নের তত্ত্ব খাটিয়ে রেখাটিকে ছোট করেছিলেন। এই তত্ত্বটি চিকিৎসা জগতে প্রয়োগ করে অভূতপূর্ব সাফল্যের সাড়া ফেলে ধন্য হলেন প্রাকৃতিক চিকিৎসক এ যুগের বিধান রায় ডাঃ দিলীপ কুমার বর্মন। তিনি বলেন, মানুষের শরীরে ক্ষতিকর জীবাণু প্রভাব খাটাতে উদ্যোগ নিলে, দেহ ওই শত্রুকে বধ করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এ কাজে দরকার প্রচুর অক্সিজেন। এ অক্সিজেন সংগ্রহ করতে হৃদযন্ত্র খল খল চাপ দিয়ে রক্ত স্রোতকে দ্রুততার সাথে ছোটাতে থাকে। অতিরিক্ত ঘর্ষণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। দেখা দেয় জ্বর। করোনাকে তাড়াতে শরীর জ্বরকে ডেকে আনে। আমরা যদি ওই জ্বরে ওষুধ দিয়ে বন্ধ করে দিই তবে শত্রুর সুবিধা হয়। সে গেঁড়ে বসে। কিন্তু আমরা যদি বিশেষ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে তবে উদ্ভূত জ্বর খাটো হবে। জ্বর সহ মূল রোগটি প্রতিহত হবে।

করোনা পরাস্ত করতে ডাঃ বর্মণ এক সহজ বিধান দেন। ডান পায়ের তলা বাঁ হাত দিয়ে আর বাঁ পায়ের তলা ডান হাত দিয়ে ৩ থেকে ৫ মিনিট ধরে দুবেলা ঘষতে। এতে

যে তাপ সৃষ্টি হবে তা শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চাঙ্গা হয়ে উঠবে। রোগ প্রতিরোধের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। করোনা প্রতিহত হবে। তবে এতেও যদি করোনা পর্যুদস্ত না হয় তবে কালো জিরে গুঁড়ো করে মধু দিয়ে খেয়ে নিলেও ঘাম দিয়ে জ্বর প্রতিহত হয়ে করোনাকে পরাস্ত করবে। বিগত করোনার প্রাদুর্ভাবের সময় ডাঃ বর্মণের বিভিন্ন রোগী করোনার সাথে এই পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে সুস্থ হয়েছিলেন। তাই বলা যেতে পারে এই পদ্ধতি পরীক্ষিত সত্যি।

মাঙ্গলিকী

কবি প্রণাম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর যথাযোগ্য মর্যাদায় কবি প্রণামের আয়োজন করেছিল। আলিপুরে মাইনরটি ভবনের চতুর্থ তলের সভাকক্ষে কবি প্রণামের অনুষ্ঠান হয়। প্রথমে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথন, অতিরিক্ত জেলাশসক সিয়াদ এন, জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক শুভ্রজিৎ

গুপ্ত এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার। তারপর সূচনাসঙ্গীতে অংশ নেন সোমা সরকার। জেলা শাসক তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের উক্তি ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় কবি। এরপর আবৃত্তি করেন বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শিবানী কুণ্ডু। নৃত্যে অংশ নেন দোয়েল মণ্ডল ও স্নিগ্ধা মণ্ডল। শেষে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতাঞ্জলী সরকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নিমাই চন্দ্র মণ্ডল। সামগ্রিকভাবে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান মনোজ্ঞ ও সার্থক হয়ে ওঠে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫তম প্রতিষ্ঠা উৎসব বলরাম মন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ মে ২০২২ (১৭ বৈশাখ ১৪২৯ রবিবার) ১২৫তম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা বার্ষিক অনুষ্ঠান বলরাম মন্দির (বাগাজারে) ৭ নম্বর গিরিশ অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০ ০০৩ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ভোর ৪–৩০ মঙ্গলারতি ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও স্তবগানের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীশ্রী মা ও স্বামীজী মহারাজের বিশেষ পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ধর্মসভার আয়োজন

করা হয়। ধর্মসভায় স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী চিদরূপানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষা রামকৃষ্ণ মঠ মন্দির। বক্তব্য রাখেন বিমলানন্দজী মহরাজ অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মঠ যোগোদ্যান স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষ কাশীপুর উদ্যানবাটী এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল। বিভিন্ন সময়ে ভজন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জিতসঙ্গনন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন রহড়া, ভার্গব লাহিড়ী সৌভিক পাল, সৌভিক দত্ত বাঁশিতে রাগসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বজিত সরকার। অসংখ্য ভক্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সাফল্য মণ্ডিত করতে বলরাম মন্দিরের অন্যান্য মহারাজগণ ও স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

সাবমেরিন ক্লাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এবারও কবি প্রণামের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ শহরতলীর বাওয়ালী কালিনগরের সাবমেরিন ক্লাব। সঙ্গীত–নৃত্য–আবৃত্তিতে মুখর হয়ে ওঠে কবি প্রণাম। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, সমাজসেবী অরূপ চ্যাটার্জী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাবমেরিন ক্লাবের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র–ছাত্রীরা নৃত্য–কবিতা–সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পায়েল নৃত্য গোষ্ঠীর নৃত্য সকলের প্রশংসা পায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী কল্যাণ দাস, আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক ও শুভাশিস খামারু। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়।

শিয়ালদহের স্বজনে হাজির এপার–ওপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বজন সংস্থার কলকাতা জেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মবার্ষিকী শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে পালন করা হয়। এদিন নৃত্য, সংগীত, কবিতার মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয়েছে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব। সংস্থার কর্ণধার চন্দ্রনাথ বসু বলেন, অতিমারী কোভিডের কারণে ২ বছর এই অনুষ্ঠান হয়নি। এবারের অনুষ্ঠানে ১৫ জন ব্যক্তিকে গীতাঞ্জলী বই ও ৪৫ জনকে কবিগুরু সম্মানে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এদিন সকালে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি–সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, বরুণ চক্রবর্তী, তমা কর্মকার প্রমুখরা। অন্যদিকে বাংলাদেশের কবিরা হলেন জয়চাঁদ পোদ্দার, মানিক মজুমদার এবং বিশিষ্ট কবিগণ। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শংকর বক্সি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কবিদের রবি ঠাকুরের মূর্তি উপহার দেওয়া হয়। তাই তাঁর মৃত্যুর ৮১ বছর পরেও তিনি বিশ্ববাসীর কাছে সমান প্রাসঙ্গিক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় মধুমিতা ধৃত–এর কণ্ঠ মাধুর্যের যে সুনাম ছিল, এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

প্লাসেন্টা পত্রিকার সাহিত্য উৎসব

মলয় সুর : গুটি গুটি পায়ে নদিয়ার বগুলা থেকে প্রকাশিত প্লাসেন্টা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার চতুর্থতম বর্ষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল শনিবার ৭ মে শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলঘরে। মঞ্চে গুণীজন কবি শিল্পীদের উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মান দেওয়া হয়। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ব্যান্ডেলের কোলাজ সম্রাট তপন সাহাকে সম্মানিত করা হয়। শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গোপা রায় চৌধুরী মৈত্র 'আমার ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে'। এদিনের আসরে প্রায় ৩০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এঁদের মধ্যে অন্তরা 'নারী' কবিতা পাঠ করেন। আকাশ সিংহ আজব দুনিয়া, সৃজনী বসু সত্যজিৎ স্মরণে, সঞ্জিতা শিকদার কবি

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দেশলাই কাঠি', সুনীল সরকার অনন্য বাস্তব, দুলাল সুর কথার কথা, গোপা রায় চৌধুরী মৈত্র নিবেদন অপেক্ষার চিঠি। কবিদের বাহুল্য বর্জিত উচ্চারণ ও সুন্দর পরিবেশনা প্রশংসাযোগ্য। প্লাসেন্টা সাহিত্য পত্রিকার তরুণ উজ্জীবিত সম্পাদক রঞ্জিত বালা বলেন, তাদের সারা বছর চারটি পত্রিকার সংকলন প্রকাশিত হয়। এতে ধারাবাহিকভাবে ফিরে দেখা বাংলা সিনেমা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, পুজোর সময় বিশেষ সংখ্যা, বইমেলায়, বাংলার নববর্ষ ও স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে।

প্রবীন–নবীন কবিদের লেখায় আকৃষ্ট পাঠকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে বয়সে খুবই তরুণ এদিন সুদূর মুর্শিদাবাদের 'বাউণ্ডুলে' পত্রিকার সম্পাদক অভিজিৎ দে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁরা সকলেই একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করেন। এই ধরনের নবীন প্রতিভাদের আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। উপস্থিত ছিলেন কবি খগেশ্বর দাস, শিল্পী সুতপা পাহাড়ী প্রমুখরা। অনুষ্ঠানটির সুন্দর সঞ্চালনায় ছিলেন সঞ্জিতা দে।

ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার পালিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশ একষট্টিতম জন্ম দিবস। ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময়ের পক্ষ থেকে গান, কবিতা, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটকের মধ্য দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সকল শিল্পীরা। কবিগুরুর ছবিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ডক্টর ক্যাপ্টেন সমীর দত্ত ও রীনা দত্তের উদ্যোগে তাঁদের আম্রকুঞ্জ প্রাঙ্গণে নিজস্ব সংস্থা বাঙ্ময়ে গভীর শ্রদ্ধায় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংস্থার কর্ণধার বাচিক শিল্পী রীনা দত্ত বলেন, ১৯৯০ সাল থেকে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। মাঝে ২ বছর কোভিডের কারণে এই অনুষ্ঠান হয়নি। এবারের অনুষ্ঠানে ৫০ জন শিল্পী সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। এদিন শহরের বিশিষ্ট ডাক্তাররাও অংশ নেন। রবি ঠাকুরের রাজা নাটকটি শ্রুতি নাটকের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করেন সুদীপ ভট্টাচার্য, হৈমন্তী দাস ও রীনা দত্ত। গানে ছিলেন অর্থোপেডিক ডাক্তার ভাস্কর দাস। আবহ সঙ্গীতে শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য। রবিতীর্থের শিক্ষিকা মৃদুলা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর শিক্ষার্থীরা দলগত গান করেন।

ডাক্তার হীরন্ময় ঘোষাল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র চর্চায় ছিলেন নাট্যকার সৌম্যদেব বসু, বেহালায় শ্যামল পাল সুর তোলেন 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে'। এরপর কিশোর শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য বাঁশি বাজিয়ে শোনায় 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ'। তাকে তবলায় সঙ্গত করেন মৃত্যুঞ্জয় ভর। প্রশংসনীয় প্রয়াস। বেশ ভাল লাগার রেশ রেখে যায়। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রুতি নাটক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা অধরা–মাধুরী। এদিকে অনুষ্ঠান চলার পথেই ডাক্তার (ক্যাপ্টেন) সমীর দত্ত রবি ঠাকুরের বিভিন্ন দিক নিয়ে ক্যুইজ করেন। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন অরুণ দাস, সন্দীপ চ্যাটার্জী।

বাওয়ালীতে দাওয়াত–এ–ঈদ মোবারক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানা এলাকার সাউথ বাওয়ালীতে আমরা সবাই সংগঠন আয়োজন করেছিল দাওয়াত–এ–ঈদ মোবারক গত ৪ ও ৫ মে। ১৫তম বর্ষের এই অনুষ্ঠানে মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি ছিল মনোজ্ঞ সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হারিয়ে যাওয়া পুতুল নাটক 'সংসার হল শ্মশান' দেখতে মানুষের ভিড় উপচে

পড়ে। ছিল বাউল গানে খোকন এবং মৌমিতা, মৃত্তিকা ব্যান্ড। কুমার সঞ্জয়, অর্ক দত্ত ও সঞ্চিতার গান মানুষ দীর্ঘদিন মনে রাখবে। ক্লাবের সম্পাদক সেখ বাপীকে ক্লাবের সদস্যরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। প্রতিদিনের সন্ধ্যায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, নোদাখালী থানার আই সি পার্থসারথী ঘোষ, ডাঃ তরুণ রায়, সুদেশ মাঝি, কুনাল মালিক প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সেখ সাগিরউদ্দিন।

জেলা সংস্কৃতি পরিষদে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হলো 'স্বরবিতান' সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রের সহযোগিতায় । কবিগুরুর ১৬২–তম জন্মদিনে স্বরচিত কবিতা পাঠ, রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে পাঠ, গান, আবৃত্তি ও আলোচনার মধ্য দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন মহকুমা শাসক নিত্য সুন্দর ত্রিবেদী। তাঁকে 'পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি পদক' ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তীর্থভারতীর প্রধান শিক্ষিকা মীরা মন্ডল, সহ–সভাপতি সুবোধ

কুমার হালদার প্রমুখ। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মন্ডল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে মাধাই বৈদ্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচেতনা এবং শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। 'লিপিকা'থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করে শোনান অরুণাভ বিশ্বাস। প্রধান অতিথির ভাষণে নিত্য সুন্দর ত্রিবেদী বলেন যে, লক্ষ্য যেন কখনও উপলক্ষ্য হয়ে না ওঠে। লক্ষ্যকে স্থির রেখে এগিয়ে গেলে আর সদিচ্ছা থাকলে সকল কাজে সাফল্য পাওয়া যায়। পুরোনো ও নতুনের সংমিশ্রণে সঠিক উত্তরণের পথ তৈরি হয়। তাঁর কণ্ঠে 'ঐকতান' কবিতার আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। সুব্রত মন্ডল, তৃষ্ণা মন্ডল, শিবানী বিশ্বকর্মা, মানসী দাস, নিশা চক্রবর্তী, কৃত্তিকা মন্ডল , সুমনা হালদার, সায়নী হালদার, সুচেতনা মাইতি, সায়ন্তন খাটা ও সুচেতন মন্ডল প্রমুখ সমবেত রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন সুদীপ্ত হালদার, রতন হালদার, শুভেন্দু চক্রবর্তী ও জয়গুরু হালদার। একক সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন বলীন্দ্র বৈদ্য, সুচেতন মন্ডল, কৃত্তিকা মন্ডল,জিনিলিয়া হালদার, রীতিকা হালদার ও সায়ন্তন খাটা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রীতিরঞ্জন সরকার, সোমা মন্ডল, নিশা চক্রবর্তী ও কৃত্তিকা মন্ডল। শিশুশিল্পী শতাক্ষী মন্ডলের কণ্ঠে 'বীরপুরুষ' কবিতাটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি ও শিল্পী সুব্রত মন্ডল। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে পরিষদ সদস্য সুব্রত বৈদ্যর পরিকল্পনা ও অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বারিক পাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারিক পাড়া বন্ধু দল ক্লাবের উদ্যোগে একটি রবীন্দ্র স্মৃতি সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সকল সদস্য এবং সদস্যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ তথা ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তারক সিং মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক তথা আলিপুর বার্তা সংবাদ পত্রের কর্ণধার প্রণব গুহ মহাশয়। এবং উপস্থিত ছিলেন ডাঃ পি কে প্রামাণিক মহাশয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উদ্বোধনী সঙ্গীতের দ্বারা।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বনি, শিবানী পাল, শম্পা দাস, সোনালী দাস, অপর্ণা প্রামাণিক, মৌপ্রিয়া প্রামাণিক এবং একটি আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশনা করেন ক্লাবের ছোট্ট সদস্য অন্বিত শর্মা। খুব সুন্দরভাবে দুর্গা স্তোত্র পাঠ করে শোনান ক্লাবের আরো একজন ক্ষুদে সদস্য অর্ণব ঘোষ।

এই অনুষ্ঠানে খুব সুন্দর নৃত্য পরিবেশনা করা হয়। নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীর– অঙ্কিতা দাস, মধুরিমা প্রামাণিক, সুস্মিতা দাস, রুদ্রাণী সরকার, রাজেশ্বরী চক্রবর্তী, রাজনন্দিনী দাস, মিষ্টি, শ্রুতি, শুভশ্রী চক্রবর্তী, রাগিনী, সুঝোরিমা, সুঝোরোমা, আদৃজা দাস, আরভি, দীপিকা, আয়েশা, মিঠি, মেঘনা, রিতু, আকৃতি, আকাশ, মৌপ্রিয়া, দেবজিৎ দে। সমগ্র নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অঙ্কিতা দাস। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বীরপুরুষ' নৃত্য নাট্য অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যনাট্যের চরিত্রে অভিনয় করে বীরপুরুষ – অঙ্কিতা দাস, মা– সুস্মিতা দাস, কথক মধুরিমা প্রামাণিক, ডাকাত সর্দার–আকাশ সাউ, ডাকাত দল মৌপ্রিয়া, রাজেশ্বরী, শুভশ্রী, রুদ্রাণী। পালকি বাহক ও বেহারা ঋতু, উজান, রাজনন্দিনী, আবৃত্তি ও নৃত্যনাট্য পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অঙ্কিতা দাস। অনুষ্ঠানে আরও একটি নাট্যরূপ অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জুতা আবিষ্কার'। নাট্যরূপে অংশগ্রহণ করেন রাজা অন্নপূর্ণা রায়, মন্ত্রী : নীতা সাহা, পণ্ডিত : সুস্মিতা দাস, বৈমানিক : ইন্দ্রাণী সরকার, চামার : বর্ণা শর্মা, প্রহরী : শম্পা দাস ও আনু দে, ঘোষক : নবনীতা দাস, গ্রামবাসী : শিবানী পাল, সোনালী দাস এবং কৃষ্ণা দাস, নাট্যরূপ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বাবলু দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন দেবাশিস মাইতি ও জয় চক্রবর্তী।

রায়পুর স্বদেশী মেলা ও দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক

অভিজিৎ বেরা : রায়পুর স্বদেশী মেলা নিয়ে কিছু ভাবতে গেলে যে মানুষটির নাম এসে যায়, তিনি হলেন দক্ষিণ রায়পুর নিবাসী বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক মহাশয়। খুব ছোটবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতার উপর অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন দেবেন্দ্রনাথ বাবু শ্রী শ্রী গঙ্গামাতা ও শ্রী শ্রী কালীমাতার শ্রী চরণে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। মায়ের ভাবে ভোলা রুদ্র তাপস দেবেন্দ্রনাথ বাবু আজীবন মেলার উন্নতি সাধনের চিন্তা করে গিয়েছেন।মেলা চলাকালীন নিজের ব্যবসা বন্ধ রেখে তিনি মেলায় সময় দিতেন। মেলা ঘুরে ফিরে দেখতেন,কোথাও কোন কারও অসুবিধা হলে তা সমাধান করে দিতেন। তিনিই ১৯৭৭ সালে মেলা পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ শূন্য হাতে নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর সহযোগী ১৮জন মাতৃ ভক্তের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সুপ্ত, স্রোতহীন 'জাতের মেলা'য় উন্নতির জোয়ার এনেছিলেন। তাঁর সময়কালকে স্বদেশী মেলার

'আধুনিক যুগ' আখ্যায়িত করা যায়। দুই শতাধিক বছরের বেশী সময়ে হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই মেলা বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার রায়পুর গ্রামে অবস্থিত। মেলার প্রবর্তক মহেন্দ্র বাবু প্রথম গঙ্গা মাতার পূজার সূচনা করলেও পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা রক্ষাকালী পুজোর প্রচলন করেন। পৌষ সংক্রান্তির পূণ্য তিথিতে শ্রী শ্রী গঙ্গামাতা ও মাঘ মাসের প্রথম

শনিবার শ্রী শ্রী কালী মাতার পূজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলার শুভারম্ভ হয়। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানতে পারি যে পূর্বে এই মেলা (জাতের মেলা) বর্তমান খেয়া ঘাট থেকে দক্ষিণে শ্মশান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার দিনের মেলা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরে হতো। নহবৎ বাজতো, যাত্রাগান, পালা গান, পুতুল নাচ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। সারা মাস আনন্দের সঙ্গে মেলা চলতো। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন পরিবার পরিজনদের নিয়ে আসতেন। রাতে গ্যাসের আলোয় হাজার হাজার মানুষের কোলাহল শুনতে পাওয়া যেতে। কালক্রমে নদীর প্রচন্ড স্রোতের দাপটে নদীচর নদী জলে মিশে যেতে থাকে, বর্তমান মেলা প্রাঙ্গণটি নদীর স্রোতে বিলিন হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭৭ সালের মেলা কমিটির সদস্য বর্তমান কমিটির সহঃ সম্পাদক প্রশান্ত প্রামাণিক বলেন বর্তমান মেলা প্রাঙ্গণটি নদীর জলে মিশে যাচ্ছিল আমরা মাটি ফেললেও থাকতনা এইভাবেই মেলার কয়েকমাস আগে প্রস্তুতি চলতো। কয়েক বছর পর দেবেন্দ্র বাবুর নেতৃত্বে আমরা জননেতা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বুড়ুল নিবাসী স্বর্গীয় প্রভাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের দ্বারস্থ হয়, তিনি কথা দেন মেলা প্রাঙ্গণটি বেঁধে দেবেন। কিছুদিনের মধ্যে সরকারী অনুদান পাওয়া যায় এবং মেলা প্রাঙ্গণটি পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়। দেবেন্দ্রনাথ বাবু উঠে পড়ে না লাগলে হয়তো তা সম্ভব হতো না। তিনি আরও বলেন আজকে যতটুকু উন্নতি হয়েছে সবটাই দেবেন বাবু সৎ মনোভাব আর মাতৃভক্ত কমিটির তৎপরতায়। বিভিন্ন জায়গা হতে অর্থ তুলে তিনি প্রথম ঠাকুর ঘর পাকাপোক্ত ভাবে তৈরি করেন। কয়েক বছর পরে পরেই বড় সড় নাট মন্দির বানানো হয়। বর্তমান সম্পাদক সঞ্জিত গায়েন বলেন উড়িষ্যা থেকে শ্রী শ্রী গঙ্গামাতা ও শ্রী শ্রী কালীমাতার দুটি মূর্তির মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে কাকাবাবুর (দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক) কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমাদের ওড়িশা যাওয়ার তিনজনের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা তিনি ১ এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের ছেড়ে চলে যান। পরবর্তিতে দুটি মাতৃ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজ মেলার যা কিছু উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে তার মূলে কাকাবাবু। কাকাবাবুর মধ্যে অদ্ভুত এক শক্তি ছিল যা তিনি যাকে যা বলতেন সবাই শুনতেন। মিষ্টি কথায় মানুষকে অতি সহজে কাছে টেনে নিতে পারতেন। আরও বলেন আগামীতে আমরা মেলার উন্নয়নের পাশাপাশি যাঁদের হাত ধরে আমরা এসেছি তাঁদেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় করে রাখতে কয়েকটি পরিকল্পনা আছে।

কলকাতা কাঁপানো বিদেশি তারকারা

অরিঞ্জয় মিত্র : কলকাতা মাঠে এখন না হয় বিদেশি ফুটবলারের আনাগোনা প্রচুর। শুধু কলকাতাই বা কেন বলছি, এ দেশেই ইন্ডিয়ান সকার লিগ বা আইএসএলের সৌজন্যে বিদেশি ফুটবলারদের একটা রমরমা বিপ্লবই চলছে। যদিও নিন্দুকুটেরা লাগাতার বলে চলেছেন, এর পিছনে গড্ডলিকা প্রবাহের কথা। নিজেদের ফর্ম শেষ হওয়ার পর বুড়ো ঘোড়ারা এদেশে খেলতে আসছেন। একথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। অনেকটা সেই বলিউডে দর কমে যাওয়া পর যেভাবে মিঠুন চক্রবর্তী ঘরের ছেলের তকমা ব্যবহার করে টালিগঞ্জ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে চুটিয়ে কাজ করতেন সেরকম আর কী। ফর্মে থাকতে বা বাজার থাকাকালীন থোড়ি কেউ তথাকথিত দুর্বল দুনিয়ায় পদক্ষেপ করে। এর পাশাপাশি এ কথাও বলতে হবে যে কলকাতায় ডিবিউট করে অনেক বিদেশি স্বদেশের জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন। এমেকা এজুগো যেমন। ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডানের হয়ে দাপিয়ে বেড়ানো এমেকা পরে নাইজেরিয়ার জাতীয় জার্সি গায়ে চাপান এবং বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে অবতীর্ণ হন। ভারতের সর্বকালের সেরা বিদেশি বলা হয় যে মজিদ বাসকরকেও নিঃসন্দেহে তিনিও ছিলেন আন্তর্জাতিক মাপের তারকা। এছাড়াও এদেশের মাটিতে বহু বিদেশি খেলেছেন যাঁরা মানুষের হৃদয়ে আসন পাকা করে নিয়েছেন। আজকের আলোচনা অবশ্য সেইসব বিদেশিদের নিয়ে যাঁরা মূলত কলকাতার মাঠে খেলে পরিচিত পেয়েছেন। এই আলোচনার প্রারম্ভেই সেই মজিদ বাসকরের কথা বলতে হচ্ছে। আশির শুরুতে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ছেড়ে মহমেডান স্পোর্টিংয়ে যাওয়ার ধুম উঠেছিল। দুদলেরই বহু তারকা খেলোয়াড় চলে যান সাদা-কালো জার্সি আলোকিত করতে। বিপদে পড়ে ইস্টবেঙ্গল রিক্রুটাররা নিয়ে আসেন ইরানি ত্রয়ী মজিদ, জামশিদ এবং খাবাজিকে। বস্তুত, এঁদের তখন ছাত্রাবস্থা। পড়তে এসেছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাচে মজিদের অসামান্য ফুটবল ইস্টবেঙ্গলের জহুরিদের চোখে ধরা পড়েছিল। দূরদর্শী সেসব মানুষদের জন্যই মজিদের মতো মহাতারকা বিদেশি ফুটবলারকে প্রথম চাক্ষুস করে কলকাতার জনতা। একার পায়ে ইস্টবেঙ্গলকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন মজিদ। তাঁর দুরন্ত

স্কিলের সামনে প্রতিপক্ষের বহু ডাকবুকো দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন। গোল যেমন নিজে করতেন তেমন গোল করানোতেও তাঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার।

কলকাতার দুর্ভাগ্য মজিদের এই প্রবল উপস্থিতি বেশিদিন উপভোগ করা যায় নি। নেশার অতল আহ্বানে ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকেন শ্রীমান বাসকর। ইস্টবেঙ্গলের সোনালি সফর সেরে মহমেডানে গেলেও ড্রাগসের চক্রব্যূহ থেকে তিনি আর বেরতে পারেন নি। নেশা এবং রঙিন জীবন এভাবেই শেষ করে দেয় কলকাতায় খেলে সেরা বিদেশির ফুটবল জীবন। শোনা যায় সেসময় নিজের পরম বন্ধু জামশিদ নাসিরির থেকে কানাকড়িও সাহায্য পান নি মজিদ। জামশিদ অবশ্য নিজেকে মাঝারি মানের ফুটবলার থেকে একটা সময়ে যথেষ্ট বড় মাপের করে তোলেন। তার জন্য জামশিদের নিয়মশৃঙ্খলা এবং অধ্যবসার প্রশংসা করতেই হবে। হেডিংয়ে মাস্টার হয়ে উঠেছিলেন জামশিদ। মজিদ ইরানে ফিরে গেলেও জামশিদ কিন্তু এখানেই থেকে যান পাকাপাকিভাবে। বছর দুয়েক আগে মজিদ এসেছিলেন তাঁর প্রাণের শহরে। প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ঘটা করে সংবর্ধনাও দেয় তাঁকে। দুর্বল শরীরের মজিদকে অবশ্য আগের সেই প্রাণবন্ত চেহারার সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে মুখের হাসিটা ছিল অম্লান। মজিদ, জামশিদের অপর পার্টনার খাবাজি সম্পর্কে অবশ্য বলার মতো তেমন কিছু নেই। মজিদ জমনার পর তাঁর কাছাকাছি মানের বিদেশি হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করে থাকেন জোসেফ রামিরেজ ব্যারেটোর কথা। অত্যন্ত পরিশ্রমী, শৃঙ্খলানীষ্ঠ এবং ভরপুর স্কিলের অধিকারী ব্যারেটো অবশ্য মোহনবাগানের ঘরের ছেলে হিসেবে এ বাংলায় নিজের ইমেজ গড়ে তুলেছেন। ভারতের বাসিন্দাও হয়ে গিয়েছেন তিনি। যদিও বেশিরভাগ সময়ে মুম্বইতে থাকেন তাও কলকাতায় তাঁর যাতায়াতে খেদ পড়ে নি। ফুটবলার হিসেবে ব্যারেটো কেমন ছিলেন তা এই প্রজন্ম খুব ভালোমতো জানে। মজিদকে যাঁরা দেখতে পান নি বলে আপশোস করতেন তাঁদের শখ অনেকটাই মিটেছে ব্যারেটোর আগমনে। এখানেও অনেকে আছেন (বেশিরভাগই প্রবীণ) যাঁরা আবার মজিদের পাশে ব্যারেটোকে বসাতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, মজিদ অনেক বড় মাপের ফুটবলার। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সব জমানাতেই অনেক তারকা উঠে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন মহাতারকা। পেলে এবং মারাদোনা ফুটবলের তেমন মেগাতারকা। যাঁরা বহু যুগ পরে জন্মান এবং মহানায়ক হয়ে ওঠেন। ভক্তরা যাঁদের জন্যম উদ্বেল হয়ে ওঠেন। মজিদ এবং ব্যারেটোর মধ্যে এভাবে তুলনা টানা যেতেই পারে। অবশ্য এঁদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার মতো আরও কিছু বিদেশি নাম আছে। বলাবাহুল্য, যাঁরা তিলোত্তমার মন জয় করেছেন। এই নামগুলির মধ্যে চিমা এবং এমেকার কথা সবার আগে বলতে হয়। বস্তুত, এঁরা দুজনেই সমসাময়িক। চিমার যেমন দুরন্ত গতি এবং ক্ষিপ্রতা ছিল মারাত্মক তেমনই আবার এমেকার প্রখর স্কিল ও বুদ্ধি ফুটবল ভক্তদের নজর কেড়েছে। এমেকা এজুগো ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান দুদলের হয়েই সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন। গোলও করেছেন এন্তার। এমেকা মাঠ জুড়ে খেলায় ছিলেন ওস্তাদ। নাইজেরিয়ার হয়ে বিশ্বকাপ খেলে বলাবাহুল্য নিজের দেশের পাশাপাশি কলকাতাকেও গৌরবান্বিত করেছেন তিনি। চিমা ওকেরির অসম্ভব শক্তি ও গতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে খেলেছেন। বিশেষ করে বক্সের মধ্যে তিনি ছিলেন ডেঞ্জারাস। চিমার গতির সামনে অনেক আচ্ছা আচ্ছা স্টপারেরই ঘুম ছুটে গিয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন মোহনবাগান চিমাকে প্রথম বিদেশি হিসেবে সই করায়। অবশ্য শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়ার পরেই মোহনবাগান এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেয়। চিমা, ইগর, স্টিফেন এবং ব্যারেটো সমৃদ্ধ মোহনবাগানের জয়যাত্রাও হয় তরতরিয়ে। প্রথম জাতীয় লিগ জয় করে সবুজ-মেরুন জার্সিধারীরা। পরে ব্যারেটো ক্লাব ছেড়ে চলে যান জেসিটি ও মাহিন্দ্রা ইউনাইটেডে। ঘরের ছেলের প্রত্যাবর্তন ঘটতে অবশ্য বেশি দেরি হয় নি। মোহনবাগানের স্বর্ণযুগের একটা বড় অংশ বহমান হয় ব্যারেটোর জমানায়। বহু ট্রফি জেতার পাশাপাশি ব্যারেটোর গোল খিদেও ছিল দেখার মতো। কলকাতায় নানাসময় আরও অনেক বিদেশি খেলে গিয়েছেন এবং এখনও আসছেন। এঁদের মধ্যে বার্নাড ওপারা, চিবুজোর, সুলে মুসা, স্যামি ওমেলো, বেটো বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও এই লেখায় আইএসএলের বিদেশি তারকাদের সেভাবে ছুঁয়ে দেখা হচ্ছে না। কারণ, তারজন্য প্রয়োজন অপর একটি অধ্যায়ের। কলকাতা তথা ভারতে কোচিং করানো বিদেশিদের নিয়েও বলতে হবে অনেক কথা। চিরিচ মিলোভান তাঁদের মধ্যে মাইল মাইল এগিয়ে রয়েছেন অতিঅবশ্যই। আলবার্তো পাহিরা (ভালোবেসে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা যাঁকে দাদু বলত), করিম বেঞ্চারিফা, বব বুটল্যান্ড, স্টিফেন কনস্টানটাইনদের কথাও আলোচনায় আসবে নিশ্চিতভাবে।

‘সপ্তসিন্ধু’ জয়ের লক্ষ্যে অবিচল

সায়নীর এবার কুক স্ট্রেইট অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহর। আমেরিকার সুবিশাল সামুদ্রিক মলোকাই চ্যানেলের উথালপাথাল সুনীল জলরাশি ছেড়ে ফের ঘরের কোণায় ভাগীরথী নদীর ঘোলা জলের স্রোতে ঘন্টার পর ঘন্টা সাঁতার কাটতে হবে। এভাবেই ‘সপ্তসিন্ধু’ জয়ের লক্ষ্যে দিনের পর দিন লড়াই করে চলেছেন কালনাবাসী কলেজ পড়ুয়া সায়নী দাস। ‘সপ্তসিন্ধু’ জয়ে অবিচল এশিয়া সেরা সাঁতারু সায়নীর পরবর্তী অভিযান নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট। সেজন্য ইতিমধ্যেই তাঁর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। সেদিন আর বোধ হয় খুব দূরে নেই যেদিন আপামর ভারতবাসীর পাশাপাশি সমগ্র বিশ্ব জানতে পারবে কুক স্ট্রেইট অভিযানে সায়নীর সাফল্যের কাহিনি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে সায়নী আর কালক্ষেপ করতে চান না। মলোকাই চ্যানেল জয় করে বাড়ি ফিরেই দিনকয়েকের বিশ্রাম নিয়ে ফের ভাগীরথী নদীর বুকে অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ‘সপ্তসিন্ধু’র সবচেয়ে বড়ো চ্যানেল মলোকাই জয়ের সাফল্য হাতের মুঠোয় আসার পর থেকেই সায়নীর আত্মবিশ্বাস আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই মোট ১৮ ঘন্টা ৫০ মিনিট ধরে সাঁতার কেটে প্রায় ২৭ মাইল দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেলটি গত ২৮ এপ্রিল জয় করার পরপরই সায়নীর দু’চোখের সামনে যেন সর্বদাই ভেসে উঠছে কুক স্ট্রেইটের নীল জলরাশি। তিনি এপর্যন্ত ‘সপ্তসিন্ধু’র মোট তিনটি চ্যানেল জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। এমনকি, মলোকাই চ্যানেল জয়ী এশিয়ার প্রথম মহিলা সাঁতারু রূপে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন। যেকারণে এই বাংলার কৃতী সন্তান সায়নী

দাসকে নিয়ে দেশ-বিদেশের সমগ্র সাঁতার জগতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। সায়নীর এবারের অভাবনীয় সাফল্যে এরাজ্য তথা ভারতবর্ষের পাশাপাশি বিশ্বের সাঁতার বিষয়ক অসংখ্য সংগঠন রীতিমতো চমকিত। তাদের পক্ষ থেকে সায়নীকে রাশি রাশি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বাসিন্দা তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা এবং যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট বহুজন সায়নীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ৮ মে সকালে ডিওয়াইএফআই-এর জেলা সভাপতি অমিত কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সায়নী দাসের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর হাতে স্মারক তুলে দিয়েছে। সায়নী ও তাঁর বাবা রাধেশ্যাম দাস জানিয়েছেন, নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইটে সাঁতারের জন্য প্রথামাফিক অনুমতির সহ অন্যান্য বিষয়গুলি অনেকটাই এগিয়েছে। তবে, করোনা পরিস্থিতির কারণে এখনও অফিসিয়ালি সময়কালটা জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই আলিপুর বার্তা পত্রিকার গত সংখ্যার জন্য দেওয়া সায়নী দাসের এক্সক্লুসিভ বক্তব্যের দিকে অসংখ্য মানুষের নজর পড়ায় তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ চর্চা চলছে। আলিপুর বার্তা পত্রিকার মাধ্যমে সায়নী সরকারি উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় সুইমিংপুলের দাবি তুলেছেন। তাঁর সেই দাবির প্রতি অসংখ্য মানুষ যেমন সহমত পোষণ করেছেন। যদিও এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে, নব্য প্রজন্মের মধ্যে যেভাবে সাঁতার নিয়ে অনিহার পাশাপাশি দেশজুড়ে সাঁতার প্রশিক্ষণের যথাযথ পরিকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে তাতে সায়নী দাসের দাবিটি যথার্থই বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত। সায়নী বলেন, মলোকাই চ্যানেল জয়ের কারণে আমাকে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, অরূপ বিশ্বাস, লক্ষ্মীরতন শুক্লা প্রমুখ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে আরও উৎসাহ দেওয়ায় আমি ধন্য। তবে, সরকার যদি সর্বত্র সকলের সাঁতার প্রশিক্ষণের সুইমিং পুল সহ যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় তাহলে সেটাই হবে আমার কাছে অনেক বড়ো প্রাপ্তি।

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা বডি লাইন ক্লাবে

মলয় সুর : কলকাতার বুকে বডি লাইন ক্লাবের উদ্যোগে দ্বিতীয় বর্ষ পিট ইউথ ক্লাসিক ন্যাচারাল বডি বিল্ডিং ২.০। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গড়িয়া জয় হিন্দ অডিটোরিয়ামে আগামী ১৫ মে রবিবার সকাল ১১টায় শুরু হচ্ছে। চলবে সারাদিন। এই টুর্নামেন্টে ১৪টি গ্রুপের প্রায় ২০০ জন

প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন। এতে মহিলারাও থাকছেন। প্রধান উদ্যোক্তা অজয় সরকার ও অতনু পাল ও তাঁদের দলের সদস্যরা। টুর্নামেন্টে বার্তা থাকছে ‘সেভ সোয়েল, সেভ ওয়েল’। সকল প্রতিযোগীরা লড়বেন শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। সব মিলিয়ে পুরস্কারের মূল্য ৮ লক্ষ টাকা।

এ তুমি কেমন নদী

সুকুমার মণ্ডল

আমাদের নদী-মাতৃক দেশে নদীর অভাব নেই। দেশের নানা প্রান্তে ছোট বড় অসংখ্য নদী আমরা দেখেছি। তবু নদীর প্রতি আমাদের মুগ্ধতার শেষ নেই। এবারে এমন এক নদীর টানে মেঘালয়ের পূব-প্রান্তে ছুটে এসেছি যা নিতান্তই শান্ত। অথচ মেঘালয়ের পাহাড় ফাটিয়ে নেমে আসা উমগট নদী আর পাঁচটি পাহাড়ী নদীর থেকে আলাদা। পাহাড় থেকে ছোটবড় পাথরের নুড়ির বাধা টপকে যেখানে সে সমতলে নেমে এসেছে, সেখান থেকে বাংলাদেশ-এর সীমানা বড়জোর আর পাঁচশো মিটার দূরে। দুই পাহাড়ের খাঁজে নেমে নদীর নাম গেছে বদলে, পাল্টে গেছে চরিত্রও। উমগট (Umngot) নদীর নাম এখানে পাল্টে ডাউকি হয়েছে। গভীরতাও বেশি নয়, সর্বোচ্চ গভীরতা কোথাও কোথাও বড়জোর দশ ফুট। সূর্যের আলোয় পান্না সবুজ নীল জলের তলার পাথরগুলি দৃশ্যমান। কেবল দুই পাড়েই নয়, ঝকঝকে সূর্যালোক থাকলে মাঝনদীর তলার পাথরও দেখা যায়। উচ্ছলা নদী ডাউকি সমতলে পৌঁছেই হঠাৎ শান্ত। প্রায়

দুশো মিটার চওড়া চারশ মিটার দৈর্ঘের এই সবুজ জলের আধার যত বিস্ময়ের কেন্দ্রবিন্দু। আরও পূবে গভীরতা হারিয়ে ডাউকি নদী ফের নুড়ি-বিছানো নদীতে পরিণত হয়েছে। তার কয়েক মিটার দূরেই বাংলাদেশের সীমানা। সেখানে কাঁটা তারের বেড়া নেই। তবে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে আছে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাহীরা। বাংলাদেশের দিক থেকে অনেক বিক্রেতা মুখরোচক আচার ইত্যাদি ঘুরে ঘুরে ভারতের দিকের ভ্রমণার্থীদের কাছে বিক্রি করছে। ওপার বাংলার অনেক ভ্রমণার্থীরাও ভিড় জমিয়েছেন ডাউকি-র এই অবতরণ দেখতে। নেমে পড়ছেন জলে পা ভেজাতে, কিন্তু ভারতীয় এলাকার দিকে পা বাড়ালেই সীমান্ত প্রহরীরা বাঁশি বাজিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন। ডাউকি নদীর এই অগভীর নীল-সবুজ জলে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট রেট বেঁধে দেওয়া আছে, নৌ-চালকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে, ফলে প্রবঞ্চিত হবার ভয় নেই। সরু গড়নের নৌকায় দুই বা তিনজন যাত্রী চড়তে পারে। জলে বৈঠার মৃদু ছলাত ছলাত আওয়াজে ঘন্টাখানেকের জন্য ভেসে পড়া। আশেপাশে কোনও কোনও নৌকা থেকে স্থানীয়রা ছিপ ফেলে মাছ ধরছে, তাদের নৌকা গুলি স্থির হয়ে রয়েছে। সেই স্থির ভেসে থাকা নৌকা গুলিকে একটু দূর থেকে কিংবা নদীর উঁচু পাড় থেকে দেখলে, দুপুরের সূর্যালোকে নদীগর্ভে নৌকাগুলির ছায়া পরিষ্কার চোখে পড়ে। তৈরি হয় এক অত্যাশ্চর্য দৃষ্টি-বিভ্রম। মনে হয় নিস্তরঙ্গ নদীর জল থেকে শূন্যে উঠে ভেসে বেড়াচ্ছে নৌকাগুলি। নদীর বুকে এমন মায়াবী অনির্বচনীয় দৃশ্য ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, কেবল সেলফি-তোলা হুজুগে ভ্রমণার্থীরাই নয়, পেশাদার ছবি-শিকারীরাও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ডাউকি নদীর এই সবুজ-নীল জলে ভাসমান নৌকা দেখার সেরা সময় নভেম্বর মাসের মাঝমাঝি, তখন পাহাড়-ধোয়া ঘোলা জল থাকে না, বৃষ্টিও প্রায় বিদায় নেয় এবং বৃষ্টি-ফোটায় জলে সহস্র আন্দোলনও ওঠে না। জল থাকে স্বচ্ছ, স্থির। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে ৯০ কিমি দূর। সাড়ে তিন ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম আমরা। ডাউকি নদী ঘাট থেকে মোটর পথ সমতলে নেমে মাত্র ১০০ মিটার দূরে জাফলং (Jaflong) সীমান্ত ছুঁয়েছে। ডাউকি দেখে ফেরার পথে এশিয়ার পরিচ্ছন্নতম গ্রাম মাওলিনঙ (Mawlynnong) ও তার খুব কাছেই বিখ্যাত Jingmaham Living Root Bridge বা জীবন্ত শিকড়ের সেতু। মাওলিনঙ গ্রামে বাঁশের তৈরী নজর-মিনারটি

নজর কাড়ে। বেশ কয়েকটি পরিচ্ছন্ন ভোজনালয় রয়েছে। সেখানে দ্বিপ্রহরের আহার সেরে ফেরার পথে মাওলিনঙ গ্রাম ও জীবন্ত শিকড়-সেতু দেখে যখন আমরা শিলং-এর রাস্তা ধরলাম তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে, কিন্তু এই পূবের দেশে ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে।

(জেনে রাখা ভালো – জলপ্রপাতের বাড়বাড়ন্ত দেখতে হলে জুলাই-আগস্টে চলুন। ডাউকি নদী উপভোগ করার সেরা সময় অক্টোবর-নভেম্বর। ট্রেনে গেলে গুয়াহাটি রেল স্টেশনের বাইরেই পল্টন বাজার (বাস স্ট্যান্ড ও শেয়ার ট্যাক্সির স্ট্যান্ড)। গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি শিলং এর ট্যাক্সিও পাওয়া যায়, অন্যথায় শেয়ার ট্যাক্সিতে পল্টন বাজারে চলে এসে শিলং-গামী বাস, ভাড়া বা শেয়ার ট্যাক্সি পাবেন। ভাড়ার গাড়ি দিন-পিছু মোটামুটি ৩৫০০-৪০০০ টাকা। স্থানীয় খাসি রান্নার স্বাদ বাঙালিদের রসনায় ঠিক খাপ খেতে চায় না। শিলং-এ (পুলিশ বাজার এলাকায়) নানা দামের প্রচুর থাকার হোটেল ও বাঙালি স্বাদের ভোজনালয় রয়েছে। শীতকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে, প্রস্তুতি বাঞ্ছনীয়)

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com